প্রথম প্রকাশনা ঃ শ্রীমতী সংযুক্তা দাস

প্রকাশ সন ঃ ১৯৫৯ সন,

মুদ্রক ঃ পরিবেশক প্রেস
২১ মণীন্দ্র মিত্র রো. কলকাতা-৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৮৮৬১

উৎসর্গ ঃ

অশেষ গুণের অধিকারিণী পরম পূজনীয়া
আমার মাকে —

ভূমিকা

আমার মা কবিতা লিখতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম। তাই স্বাভাবিক কারণেই তথাকথিত স্কুল কলেজের শিক্ষায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছিলেন না। তবুও তাঁর লেখা ছিল স্বচ্ছন্দ, অবিরল। ভাষা এবং ভাবনার বৈচিত্র ছিল অনবদ্য। তাঁর কন্যা হিসাবে হয়ত তাঁর সৃজনশীলতার উত্তরাধিকার এক কণা আমি পেয়েছি। তবে কবিতাগুলি প্রায় সবই ১৯৫৭ সালের পর থেকে লেখা। বিভিন্ন পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা, মানসিক বিপর্যয়, খবরের কাগজে প্রকাশিত কিছু ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় — যেগুলি মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে যে ভাবনা, চিন্তা আমার মনে এসেছে অথবা সেগুলিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেখেছি — ঠিক সেইভাবেই সে চিন্তাগুলিকে কথায় সাজিয়ে দিয়েছি। এছাড়াও আমার যারা একান্ত কাছের মানুষ, তাদের জীবনের কিছু আনন্দঘন মূহুর্ত অথবা দিনগুলিকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করেছি। মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা এবং উপস্থাপনায় তফাৎ থাকবেই। আশাকরি সহৃদয় পাঠক সেই ত্রুটি (যদি থাকে) নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ	
যুগাবতার রামকৃষ্ণ	১
শতাব্দীর জননী মাদার টেরিজা	৩
ঋতু ঃ	
গ্রীষ্ম	৬
বর্ষা	৯
শরৎ	১১
শীত	১২
বসন্ত	১৪
সামাজিক সমস্যা ঃ	
সময়ের চোখে জল	১৫
ভেজাল	১৮
উশৃঙ্খলতার অপর নাম কি ছাত্রসমাজ?	২০
ক্ষমা নেই	২৩
টাকা চাই	২৬
কবে শেষ এই প্রতীক্ষার?	২৯
কল্কি অবতার	৩২
সুদিন আসবে ফিরে জেনো নিশ্চয়	৩৪
এসে গেল গরমের দিন	৩৭
বিবাহ মানে কি?	৪০
উত্তর মেলেনি	৪৩
কলুষিত রাজনীতি ঃ	
হিংসার রাজনীতি বন্ধ হোক	৪৫
ভোটরঙ্গ	৪৭
দল চাই না, সরকার চাই	৪৯

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ

গুজরাত ভূমিকম্প ৫১
বন্যা ৫৩

একটি মৃত্যু ঃ

একটি মৃত্যু ৫৬
শুভ্রা ৫৭
মৃত মানুষের ঠিকানা কি? ৫৮
আমায় ক্ষমা কর ৫৯
তবু যদি থাকত ৬১

যুদ্ধ ও সন্ত্রাস ঃ

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই ৬২
সৃষ্টি নয়, ধ্বংস চাই ৬৪

বিবিধ ঃ

ভারত জ্যোতি ৬৫
বইমেলা ৬৭
প্রদর্শনী ১৯০৯ ৬৯
Mr. & Mrs. Kapoor, My Doctors ৭১
পুরী ৭২
কর্ণফুলী, একটি বাড়ী ৭৪
একটি চোখ, একটি বছর ৭৬
লিনিয়া ও রাই ৭৭
জীবন দর্শন ৭৮
১৯১০ সাল ৭৯
শতাব্দীর হাসি ৮২
মা চলে গেল ৮৩
স্মৃতিভারে ৮৫
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ৮৮

মা ও সন্তান ৯১
রেটিনা ডিট্যাচ্‌মেন্ট ৯২
বেলফুল ৯৪
অনুষ্ঠান ঃ
১লা বৈশাখ ৯৫
স্বাগত নববর্ষ ৯৬
শিক্ষক দিবসে ৯৭
শুভ জন্মদিন ঃ ৯৮
বিবাহ্ বার্ষিকী ১১৩
বিদায় সম্বর্ধনা ১১৭
দিয়া ১২১
অনুবাদ ১২৬

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

দেড়শো বছর আগে জন্মেছিলে
গদাধর নাম নিয়ে মর্তে এলে।
কামারপুকুর নামে একটি গ্রামে
(আজ) ভারত ধন্য সেই গ্রামের নামে।
শিবমন্দিরে তব মাতা চন্দ্রমণি
গল্প করেন সাথে ধনি কামারিণী
আলোক ছটা আসে মন্দির হতে
প্রবেশ করিল মাতার উদরেতে
লুটিয়ে পড়েন মাতা সংজ্ঞা হারা
ধনি কামারিণী হন দিশাহারা।
কাশীধামে থাকা তব পিতা
ক্ষুদিরাম
সাধু মুখে সেই বার্তা অবগত হন।
বাড়ীর ঢেঁকিশালেতে জন্মালে তুমি
সেই ঢেঁকিশাল আজ তীর্থভূমি।
শৈশবে শিব সেজে যাত্রা কর
স্বয়ং শিব তোমাপরে
করিলেন ভর।
লোক মুখে সেই কথা
হল প্রচারিত
ঈশ্বর অংশরূপে হলে পরিচিত।
জয়রামবাটির মেয়ে সারদামণি
বিবাহ বন্ধনে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী
আজ শত শত সন্তানের
জননী যে তিনি।
জানবাজারের সেই রাণী রাসমণি
প্রতিষ্ঠা করেন এক মায়ের মন্দির
দক্ষিণেশ্বরে — যাহা গঙ্গার তীর
ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও
সাক্ষী হয়ে

২

তোমার অনন্ত লীলার।
পূণ্যতোয়া ভাগারথী যায় যে বয়ে
শত শত বরষের ইতিহাস লয়ে।
বিবেকানন্দ — তোমার মানস সন্তান
প্রচার করে তব বাণী সুমহান
সারা বিশ্ব করে দিয়ে
আলোড়িত
তিনি নিজেও হলেন বিশ্ববন্দিত।
'যত মত তত পথ' — বাণী যে তোমার
দূর করে দিল যত মনের আঁধার
সহজ সরল পথে ঈশ্বর সাধনা
তুমিই দিলে তার পথ নির্দেশনা।
তাই তোমার আদর্শের
সফল প্রতিফলন
দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত আজ
রামকৃষ্ণ মিশন।

||৩||

শতাব্দীর জননী মাদার টেরিজা

নক্ষত্র পতন নাকি
প্রলংকর ঝড়
নাকি প্রবল ভূমিকম্পে
হল নড় বড়
একটি দেশ, একটি জাতি
এক মহানগর।
মাদার টেরিজা
এক অনন্য নাম
কর্মক্ষেত্র যাঁর অপরিমান।
এক অনন্যা নারী
আলোক বর্তিকা হাতে
জীবন দিসারী।
অনাথ, আতুর যত
পেল কোলে ঠাঁই
এমন মানব প্রেমের
তুলনা যে নাই।
হতাশ মানুষ পেত
জীবনের স্বাদ
পেয়ে তাঁর আশ্রয়
তাঁর আশির্বাদ।
হৃদয় যে তাঁর ছিল
আকাশ প্রমাণ
সেথা হতে স্নেহধারা
ঝরে অবিরাম
সিক্ত করে দিত
দুঃস্থ জনে
যারা তাঁকে জানত মনে মনে
তাদের জননী বলে।

এই অশান্ত সময়ের
কল কল্লোলে
হানাহানি, রেষারেষি
দুর্নীতি আর
দলাদলি, মারামারি
বিচ্ছিন্নতার
সাক্ষ্য বহন করে চলে যে সময়
সে সময় পারেনি তাঁকে
করে দিতে ক্ষয়।
হয়নি স্তব্ধ তাঁর
সেবিকার হাত
অনলস পরিশ্রম করে দিনরাত
যে হাত প্রসারিত
বিশ্ব জুড়ে।
কর্মক্ষেত্রে তাই ঘুরে ঘুরে
কাজ করেছেন
সারা জীবন ধরে।
বয়সের ভারে তিনি
হননি নমিত
মানব প্রেমের ভারে অবদমিত
হৃদয় চেয়েছে তাই
দিতে আশ্রয়
পথে পড়ে থাকা শিশু
যার পরিচয়
মুছে গেছে এ জগতে জন্মের মত।
তারাও মানুষ হয় সকলের মত
তাঁর 'নির্মল হৃদয়ে।
শ্রেষ্ঠ মানব সেবিকা
এই পরিচয়ে
পরিচিত তিনি আজ
বিশ্ব ভুবনে।

৫

তাই এই ভেবে গর্ব
জাগে মনে মনে
এই মহীয়সী নারী
যিনি শান্তির প্রতীক
এই কলকাতারই ছিলেন
নাগরিক।
তাঁর অন্তিম শয্যাও
পাতা এখানে
অশ্রু ভারাতুর মানুষ যেখানে
জানাবে তাঁকে তাদের
সশ্রদ্ধ প্রণাম।
ইতিহাস লিখবে
স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম
তাঁর স্পর্শে ধন্য হয়ে
তাঁর মানে মান
'নেবোল পুরস্কার'
পেল যে সম্মান।

॥৩॥

গ্রীষ্ম — বৈশাখ

বৈশাখ মাসে হয়
গ্রীষ্মের শুরু
যাকে 'রুদ্র বৈশাখ'
বলেছেন কবিগুরু।
ঝড়-বাদল সে
সাথে নিয়ে আসে
প্রকৃতিকে ভ'রে দেয়
নব আশ্বাসে।
কালবৈশাখী দিয়ে
যাত্রা তার শুরু
ঘন ঘোর বরিষণে
মেঘ গুরু গুরু।
চৈত্রের চড়া রোদে
প্রাণ হাঁসফাঁস
ঘেমে নেয়ে একাকার
ওঠে নাভিশ্বাস।
ফসল শুকিয়ে ওঠে
মাঠ ফুটি ফাটা
এক ফোঁটা মেঘ নেই
শুধু রোদ ঠা - ঠা।
চাতকের সম চাষী
আকাশেতে চায়
বাতাসে বৃষ্টির যদি
আশ্বাস পায়।
কোথা মেঘ, কোথা জল
রোদ হা - হা করা
কপালেতে আছে বুঝি
শুকিয়ে মরা।

জল নেই পুকুরেতে
জল নেই কলে
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে
বুঝি প্রাণ যায় চলে।
এমন দিনেতে
কালবৈশাখী আসি
ধরণীকে দেয় প্রাণ
মুখে দেয় হাসি।
ধূলায় মলিন গাছ
ধূয়ে মুছে ভাল
সতেজ সবুজে চোখে
ভরে দেয় আলো।
কাঁচা কাঁচা আমগুলি
পড়ে যায় ঝরে
গুছিয়ে সেগুলি সবে
তোলে ঝুড়ি ভরে।
কাঁচা আম ডালে ঝোলে
কত তুমি চাও?
পাকলে তো আরও ভাল
পেট ভরে খাও।
আরও কত ফল আছে
এই গ্রীষ্মেতে
জাম, লিচু, কাঁঠাল
আর সরবতেতে
তরমুজ খেতে তো
বড়ই মজা
আর আছে তার সাথে
খাসা খরমুজা।
আকাশ বাতাস ভরে
ফুলের সুবাসে

বেল, যূঁই, গন্ধরাজ
আর চার পাশে
কণক বরণ চাঁপা
মাথা নেড়ে দোলে
ভোর বেলা সেই ফুল
সাজি ভরে তুলে
ইষ্ট দেবতাকে
সাজায় ফুলে ফুলে।
বৈশাখে ফুলে সাজেন
আর এক ঠাকুর
'বিশ্বকবি' তিনি
যাঁকে শ্রদ্ধামেদুর
চিত্তে স্মরণ করে
তাবৎ বাঙালী সমাজ।
যাঁর সারাজীবনের
অফুরন্ত কাজ
সমৃদ্ধ করে গেছে
বঙ্গ সংস্কৃতি
তাই তাঁকে ছাড়া
বাঙালী অনন্য গতি।
প্রতি বৈশাখ এসে
তাই দেয় ডাক
ওঠো, জাগো বাঙালী
এল পঁচিশে বৈশাখ।

॥৩॥

বর্ষা

ঘন ঘোর বরিষণে
এসে গেল বর্ষা (বরষা)
তৃষ্ণিত, তাপিত প্রাণে
নিয়ে এল ভরসা
দাদুরীর ডাকে আর
মেঘের গর্জনে
বিজুরী চমক আর
অবিরাম বর্ষণে
পথ ঘাট থৈ থৈ
জল আর শুধু জল
কাদা প্যাচ পেচে পথে
তবু মানুষের ঢল।
পথ চলা বড় দায়
যেতে হবে কাজেতে
ইস্কুল, কলেজ আর,
অফিস কাছারিতে
কামাই তো চলবে না
হোক বাস বন্ধ
ট্রেনটাও চলবে কি
আছে তাও সন্দ
তাই যাও পায়ে হেঁটে
হাতে করে প্রাণটি
খোলা 'ম্যানহোল', পড়ে
যেতে পারে জানটি।
পুরসভা নেই নাকি
নেই পুর পিতা
এত তুচ্ছ জিনিষে তার
নেই মাথা ব্যথা
এত অসুবিধা তবু

চাই মোরা বরষা
রুখু মাঠে, চাষী মনে
দেয় সে যে ভরসা
গ্রীষ্মের দাব দাহে
দেয় সে যে শান্তি
ঘন মেঘে দেখা দেয়
নিয়ে শ্যাম কান্তি
মালতী, কদম আর
কেতকী বকুলে
বর্ষা সাজায় ধরা
এই সব ফুলে।
অতি বর্ষণে যদি
হয় গো প্লাবন
অনুসন্ধানে বার করি
তার কারণ
সময় থাকতে যেন
হয় প্রতিকার
ঘর হারা মানুষের
আর্ত হাহাকার
কান পেতে কভু যেন
শুনতে না হয়
এই সুবুদ্ধি টুকু
দিও দয়াময়।

॥৩॥

শরৎ

শরৎ আসে নীল আকাশে
সাদা মেঘের ভেলায়
শরৎ আসে সদ্য ফোটা
শিউলী ফুলের মেলায়।
শরৎ আসে শিশির ভেজা
ঘাসের কোণে কোণে
শরৎ আসে সাদা সাদা
কাশের বনে বনে।
শরৎ আসে মালতী লতায়
পিয়াল শাখায় শাখায়
শরৎ আসে দোয়েল, ফিঙে
বুলবুলিটার পাখায়।
শরৎ আসে ভ্রমণ প্রিয়
বাঙালীর অন্তরে
শরৎ আসে দুর্গা মায়ের
প্রণামের মন্তরে।
শরৎ আসে ঢ্যাম কুড়াকুড়
বাদ্যি বাজিয়ে
শরৎ আসে শারদীয়ার
অর্ঘ্য সাজিয়ে।
শরৎ আসে ছুটি পাগল
স্কুল পড়ুয়ার ঝাঁকে
শরৎ আসে সোনা রোদের
আলোর ফাঁকে ফাঁকে।
শরৎ আসে পুজো পুজো
গন্ধ নিয়ে সাথে
শরৎ আসে আনন্দের এক
ডালি নিয়ে হাতে।

শীতকাল

কবিগুরু বলেছেন
'মৌনী তাপস'
আমি বলি, শীত তুমি
করো না আপোস
গরমের সাথে। যদি সে বলে
তুমি নাও ছুটি নাও
আমার আসার তুমি
পথ করে দাও
বলবে তুমি তাকে
নারে যাব নারে
এই ঘাঁটি গেড়ে বসলুম
দেখি সরাতে কে পারে?

শীত, তুমি যতদিন
পার তত থাক
গরম আমার মোটে
ভাল লাগে নাকো।

রুক্ষ ধূসর শীত
ধোঁয়াশা মাখা
স্বপ্ন কুহেলীর অঞ্জন আঁকা
চোখে হাতছানি দিয়ে দিয়ে
বলে বার বার
দেরী করার সময় নেই আর
যাও সবে আমোদেতে
বেরিয়ে পড়
সার্কাস, পিকনিক
অথবা বড় সড়
বেড়াবার জন্য হও প্রস্তুত
স্টেশনে, দুয়ারে গাড়ী রয়েছে মজুত।
বরফ দেখতে হলে
হিমাচল যাও

১৩

শীতেতে কাতর তুমি
রয়েছে উপায় তাও
মাদ্রাজ, বোম্বে, যাও মাদুরাই
সহনীয় শীত সেথা
কোন ভয় নাই।

খেতে তুমি ভালবাস
গুরুপাক খাবে
শীতকালে যা-ই খাও
সব সয়ে যাবে।

পড়াশুনা ভাল লাগে
যাও বইমেলা
মন ভরে দ্যাখ, পড়
ঘোরো সারাবেলা।
পৃথিবীতে যত আছে
জ্ঞানী গুণীজন
সবার সঙ্গ হেথা
পাবে সারাক্ষণ।

শীতে মন ভরে দেয়
ফুলের শোভা
জিনিয়া, ডালিয়া,
গাঁদা মনোলোভা।
বাগানের সখ যার
মন প্রাণ ঢেলে
শীতের বাগান সাজায়
মরসুমী ফুলে
সব ফুল যায় শেষে
সেই চরণে
শেষ শীতে — দেবী
বীণাপানি স্মরণে।

বসন্ত

গাছে গাছে আগুন ঝরা
পলাশ শিমূল কৃষ্ণচূড়া
গন্ধহীনা এই ফুলেরা
কার বারতা আনে?

ঐ যে আসে বসন্ত রাজ
পরে মাথায় লালরঙা তাজ
অঙ্গে মেখে যৌবন রাগ
সেজে ধনুক বানে।

জীবন মাতে কি উচ্ছাসে
ধরণী হাসে কি উল্লাসে
প্রাণের মাঝে জোয়ার আসে
কণ্ঠ ভরে গানে।

উড়িয়ে জীর্ণ পাতা যত
মুছিয়ে দিয়ে মনের ক্ষত
ঝড়কে তাহার সঙ্গী করে
ভূবন ভরে প্রাণে।

সময়ের চোখে জল

সামাজিক সমস্যা

লেখাপড়া শুধু নয়
নাচ, গান, তবলা
সবটাই শেখা চাই
না হলেই ভ্যাবলা।
সাঁতার, ব্যায়াম, আঁকা
এগুলো বা বাদ কেন
বহুমুখী প্রতিভা
সব্বাই বলে যেন।
ভোজের আসরে যেন
সব চেখে চেখে খাওয়া
খাওয়ার যে তৃপ্তিটা
নাই বা গো হল পাওয়া।
বাবা মা তো খুশি হবে
একটি যে সন্তান
তাই বাদ কিছু চলবে না
যাক তাতে জান প্রাণ।
শৈশব বৃথা যাক
বৃথা যাক কৈশোর
বাবা মা গর্বিত
দ্যাখো সন্তান মোর
কেমন বাধ্য আর
সবেতেই মনযোগ
মুখ বুজে কাজ করে
নেই কোন গোলযোগ।
নেই কোন অবকাশ
আকাশটা দেখবার
যেথা ভোরের সোনা রোদ
মিলে মিশে একাকার।

মন যদি যেতে চায়
সেই দিকে হারিয়ে
শাসন কর তাকে
নিয়ে এস তাড়িয়ে
হোমটাস্কের খাতা
ভরে ফেল চটপট
রুটিন মাফিক পড়া
ক'রে ফেল ঝটপট
তারপর পেড়ে ফেল
তবলা হারমোনিয়াম
রেওয়াজে না কম হয়
ফুরোয় না যেন দম।
আঁকাটাও একটু
প্র্যাকটিস করে রাখ
সকালে সাঁতার আছে
সময় হবে না কো।
চোখ পড়ে ঘুমে ঢুলে
রাত্তির হল বেশ?
তা হলে তো চলবে না
সব তো হল না শেষ।
নাচের ফিগার গুলো
একটু তো করা চাই
সকালে যে তাড়াহুড়ো
সময় যে নাই নাই।
স্কুল থেকে ফিরেই
আবার যে ছুটোছুটি
ব্যায়াম, আঁকা, নাচে
যেতে হবে গুটি গুটি।
এরপরও আছেন
পড়ানোর টিউটর
এই করে কাটে দিন
ব্যস্ততা দিনভর।

১৭

সময়ের মাপে মাপে
চলে খালি কসরত
নিঃশ্বাস নেবারও
নেই কোন ফুরসত।
হায়, কোথা সে রঙীন দিন
কোথা সে সোনালী ভোর
মাথা কুটে কুটে মরে
শৈশব কৈশোর।
রূপকথা, কথামালা
ফেলে দীর্ঘশ্বাস
ঠাকুমা, দিদিমা যারা
করে শুধু হা হুতাশ।
বাবা মারা তবুও
কর্তব্যে অবিচল
বুক ভরা বেদনায়
সময়ের চোখে জল।

॥৩॥

ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল সর্বত্র
ভেজালেতে সারাদেশ ছয়লাপ
নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা মসনদে
সারাদিন বকে চলে কি প্রলাপ।
হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা মুখে মুখে
মারিতং ত্রিজগত
কাজের বেলায় সব অষ্টরম্ভা
চেয়ারে বসেই যত কসরত।
কাজের বেলায় কাজ হবেই বা কি করে
হাত পা যে বাঁধা দিয়ে দড়ি
নির্বাচনের তরী পার হওয়া যায় কি
ব্যবসায়ী না জোগালে কড়ি।
তাই চোখ কান বুজে থাকো
করো নাক ছটফট
যা খুশি তা করুক গে ওরা
গদি আঁকড়ানো নেতা
মনে মনে বলে
ও দিকেতে তাকাবো না মোরা।
ভেজাল ওষুধ খেয়ে
কত শত প্রাণ গেল
ভেজাল তেলেতে কত
মানুষ পঙ্গু হল
এর জবাব তবে দেবে কে?
জবাব তো তোমরা পাবে নাকো কোনদিন
ভেজাল মানুষে দেশ গেছে ছেয়ে।
ভেজাল দেশনেতা, ভেজাল মন্ত্রী
ভেজাল যে পুলিশেও আছে
ভেজাল যে ডাক্তারে
ভেজাল যে কোর্ট ঘরে
লোকে তবে যাবে কার কাছে?

১৯

অসহায় মানুষের নেই কোন প্রতিকার
হা বিধাতা তুমি কেন তবে
মুখ বুজে চুপচাপ
সয়ে আছ এখনও
বজ্র পাঠাবে তুমি কবে?
অমানুষ, নৃসংশ
পশুরও অধম
যারা আছে মানুষের আকৃতিতে
দূর করে দাও এই
পৃথিবীর জঞ্জাল
শেষ কর তব বজ্রাঘাতে।
ফিরে দাও মানুষের
জীবনের আস্থা
দূর করো যাবতীয় সংশয়
এই মারণের দুনিয়ায়
ধুঁকে বাঁচা মানুষের
মনে তুমি দাও
তব বরাভয়।

॥৩॥

উশৃঙ্খলতার অপর নাম কি ছাত্র সমাজ?

উশৃঙ্খলতার অপর নাম
কি ছাত্র সমাজ?
সুন্দর, নিষ্পাপ মুখে
কি দেখি আজ?
নিষ্পাপ, সরল দুটি
চোখ মেলা
ভেতরেতে চলছে
কাটাকুটি খেলা।
মনের অন্ধকারে
গলি খুঁজি ধরে
নানাবিধ পাপ চিন্তা
আনাগোনা করে।
যৌবনের যত
সুকুমার বৃত্তিগুলি
প্রকাশের লাগি করে
আকুলি বিকুলি
যন্ত্র সমাজ তার
করে কণ্ঠরোধ
ইন্ধন দিয়ে জাগায়
নানা পাপবোধ
খবর-কাগজ, বেতার
দূরদর্শন
অশালীন ছবির
যত বিজ্ঞাপন
রাজনীতি আর নানা
অসামাজিক কাজ
দ্যাখে, শোনে, পড়ে
সবই ছাত্র সমাজ।

২১

ভবিষ্যতের আশা
যারা দেশ গড়বে
তাদের মনে এসবের
প্রভাব তো পড়বে
হবে না কি তারা
বিকৃত রুচির শিকার
সুস্থ চিন্তাগুলি
হবে নাকি ছারখার?
সুকুমার অন্তর
হয়ে দিকভ্রান্ত
দলিত, মথিত হয়ে
ঝরাবে যে রক্ত।
সে রক্তে জন্ম নেবে
এক একটি শয়তান
সমাজে, সংসারে
যার পরিচয় মাস্তান।
বাম-ডান যে দলই
গড়ুক না সরকার
মাস্তান নামধারীকে
আছে তার দরকার।
সুস্থ, সরল, নিষ্পাপ
যে যুব সমাজ
কায়েমী স্বার্থে তাদের
পরিচয় আজ
সমাজবিরোধী, খুনি
মাস্তান তারা
কিন্তু এসব তাদের
করল কারা?
কেনই বা তাদের আজ
বিপথে গমন?
এইসব চিন্তায়
ভারাক্রান্ত মন।

নিয়মানুবর্তিতা
শালীনতার মানে
শুধুই কি সেগুলো
থেকে যাবে অভিধানে
প্রয়োগ হবে না
তারা ছাত্রজীবনে।
হয়তো তারা পিতামাতার
একমাত্র সন্তান
তাই মানুষ করার ব্রতে
হয়ে আপ্রাণ
সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ে
শিক্ষার ভার
বহন করতে গিয়ে
হয়ে জেরবার
আজ তারা ভাবছে
কি ফল্ হল তার।
বেশি স্নেহ, বেশি
ভালবাসা অপরাধ
তাই বাধ্যতা তাদের
জীবন থেকে বাদ।
আত্ম সুখী, স্বার্থপর
আজ তারা, হায়।
সমাজ-সংসার প্রতি
নেই কোন দায়।
এ কোন যুব সমাজ
কি তাদের পথ
যে পথে উঠবে গড়ে
জাতির ভবিষ্যৎ?
আশা নেই, আলো নেই
ভাল কিছু নেই আর
দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে
চোখ দ্যাখে অন্ধকার।

॥৩॥

ক্ষমা নেই

এদের ক্ষমা নেই
লোভের জাঁতাকলে
মানুষকে পিষে ফেলে
মানুষের দেহ নিয়ে
ছিনিমিনি খেলে যে
অপরাধী সে-ই
এদের ক্ষমা নেই।
মানুষের সেবা করা
মানুষকে ভালবাসা
গাল ভরা যত সব
বড় বড় কথা।
যেন মানুষের জন্যই
কাজ করে তারা
মানুষের জন্যই যত মাথা ব্যথা
যত সব বুজরুকী
যত সব ফাঁকী
পেট শুধু ভরে কার
তাও জান নাকি?
লোভী লোভী কালো হাত
এরা শুধু এক জাত
নেই তাদের কোন
আর পরিচয়
দেশের, দশের আর সারা রাজ্যের
সব অর্থের শুধু অপচয়।

রোগাক্রান্ত মুখে হাসি ফোটান
নিভন্ত জীবনে প্রাণ জাগান
এই মহান ব্রতের
শরিক যারা
যায় কি তাদের নিয়ে
ভাবতে পারা
শুধু অর্থ রোজগারই
হবে ধ্যানজ্ঞান
বিসর্জিত হবে
সব কাণ্ডজ্ঞান?
উন্মাদের মত তাদের
সেই আচরণ
মুহূর্তে ছিন্ন করে
দেবে আবরণ
বিবেকের, মনুষ্যত্বের।
বন্ধ্যা করে দিয়ে জননীকে
সাক্ষ্য রেখে যাবে পশুত্বের?
ফুটন্ত ফুল যারা
ছিঁড়ে ফেলে দিল
সুখের সংসারে
আগুন জ্বালাল
রেখে গেল সাক্ষ্য যারা
চরম হেলার
তারা নাকি ডাক্তার
মানব সেবার
মহান দায়িত্ব কাঁধে।
হায়রে বিধাতা।
একি তব পরিহাস
একি রসিকতা?

বজ্র কি নাই আজ
তোমার হাতে,
নাকি তুমিও আপোষ কর
এদের সাথে?
যত অন্যায় থেকে
তুমি কর ত্রাণ
তাই তো সবাই তোমায়
বলে ভগবান।
তোমার জগতে আছে
ন্যায়ের বিচার
তাই বিশ্বাস করি
এরা পাবে না তো পার।

॥৩॥

(১০ই মার্চ,১৯০৭ প্রভাতী সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে মুদ্রিত একটি সংবাদ : 'জরায়ুতে টিউমার সন্দেহে এক মহিলার গর্ভজাত সন্তানকে উৎপাটিত করেছে আমাদের তথাকথিত ডাক্তারের দল। বিবাহিত জীবনের আট বছর পর প্রথম মাতৃত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, মহিলাটিকে চির জীবনের মত মা হবার কষ্ট থেকেও নিষ্কৃতি দিয়েছে জয়ায়ুটির মূলোচ্ছেদ করে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম এও কি সম্ভব? বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে সারা পৃথিবী যখন সভ্যতার গর্বে গরীয়ান বিজ্ঞান যেখানে তার আবিষ্কারের উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে এমন দিনে, এমন সময়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষ মানুষের দ্বারা এতবড় ভুল কি ক্ষমার যোগ্য? বিক্ষুব্ধ মন বলে উঠল : — ক্ষমা নেই।)

টাকা চাই

টাকা চাই টাকা চাই
আরও আরও টাকা
নইলে তো চলবে না
জীবনের চাকা
টিকিয়ে টিকিয়ে চলা
সেটা বাঁচা নাকি?
রকেটের বেগে চলো
সংসার টলোমলো?
টাকা ছাড়া সব ভোল
দিয়ে দায়িত্বে ফাঁকি।
দারা পুত্র পরিবার
তুমি কার কে তোমার
হোক জীবনের সার
আর সবই মেকি।
বিয়ে কর খাও দাও
সন্তান জনম দাও
তারপর? — পালাও
সংসার থেকে
দায়িত্ব না মেনে
ভান কর প্রাণপনে
ভীষণ কাজের চাপ
প্রাণ গেল বাপ বাপ
এত খরচের চাপ
পাব কোত্থেকে?
তাই টাকা চাই আরও আরও
শুনবেনা কথা কারও
প্রয়োজন নেই কিছু
তবু ঘুরবে টাকার পিছু
হোক তাতে মাথা নীচু

যাক তাতে মান
যে কোন মূল্যে তাই
বড়লোক হওয়া চাই
শরীরটা পাত হোক
যায় যাক প্রাণ।
স্বামীকে পেল না স্ত্রী?
তাতে যায় আসে কি
সময় যে মাপা আছে
টাকা কুনকেতে।
এত দামী যে সময়
করে নাকি অপচয়?
বাজে খরচ করে
কোন বোকামিতে।
যে স্নেহ পিতার দান
পেল না যে সন্তান
পেল না যে সে পিতার
সতর্ক দৃষ্টি
যে চোখ দেখাতে পারে
সঠিক জীবন পথ
সে চোখ শুধু যে দেখে
ঝম্ ঝম্ ঝমাঝম্
টাকার বৃষ্টি।
সুখের পিছনে ছোটা
টাকা-পায়ে মাথা কোটা
সুখ কি তবুও হবে
করতল গত?
শান্তিকে ছুটি দিয়ে
সুখ পাবে কি নিয়ে
টাকা দিয়েই কি সব
হবে অধিগত?

কর্তব্যে দিয়ে ফাঁকি
সুখী হওয়া যায় নাকি
সে সুখ জীবনে আসে
ছলনার বেশে
পিতা হয়ে সন্তানেরে
স্বামী হয়ে পত্নীটিরে
যে ফাঁকি জীবন ভরে
দিলে তুমি — শেষে
সে ফাঁকির ফাঁকে পড়ি
দেবে তুমি গড়াগড়ি
নাকের চোখের জলে
হয়ে একশেষে।

॥৩॥

কবে শেষ এই প্রতীক্ষার?

চারি দিকে আজ শুধু
নেই নেই রব
সুখ নেই শান্তি নেই
নেই অনুভব।
অন্যের দুঃখে
নেই অনুভূতি
মানুষকে পীড়নেই
মানুষের ফূর্তি
অকারণে মানুষ যে
কত হয় নিষ্ঠুর
সামান্য কারণেই
কত হয় ভাঙচুর
ট্রাম, বাস, বাড়ী, গাড়ী
জ্বলে যায় নিমেষে
মানুষই মানুষের বুকে
ছুরি দেয় অক্লেশে।
কোন দুঃখ কোন ব্যথা
জাগে নাকি মনে তার
মানুষের জীবন কি
এতই হেলাফেলার?
কত অমূল্য প্রাণ
ঝরে যায় অসময়ে
কত শত প্রতিভা
বৃথা গেল অপচয়ে
মানুষ নাকি বিধাতার
সব সেরা সৃষ্টি
মানুষই তবে করে কেন
এত অনাসৃষ্টি?
সভ্যতার মশাল হাতে
যার যাত্রা শুরু হ'ল
সেই মশালের আগুনেই
কেন সব জ্বলে গেল?

জ্বলে গেল মানুষ্যত্ব
জ্বলে গেল শুভ বোধ
তলানিতে এসে গেছে
মানুষের মূল্যবোধ।
পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র,
কাকা, জ্যাঠা, বোন, ভাই
সবার উপরে থাকে
স্বার্থ পরতাই।
নিজের কথা ছাড়া
আর কারো কথা তাই
মানুষ তো ভাবে না
এমন এ যুগটাই।
শুধুই কি হতাশা
কোন সম্বল নেই আর?
আসবে না শুভদিন
কাটবে না এ আঁধার?
মানুষ কি পাবে না
ফিরে তার হুঁশ মান
রক্ষিত হবে না
মানুষের ধনপ্রাণ?
এখনও সময় আছে
বিবেক কে ফেরাবার
এখনও সময় আছে
সব ভুলে তাকাবার
নিজেদের দিকে। কি
করেছে এতদিন
মিছিমিছি হানাহানি
মারামারি রাত দিন
দেশের দশের কাজে
নিজেকে না বিলিয়ে
স্বার্থের কাছে দিলে
মাথাটাকে বিকিয়ে
এই কি হবে তবে
মানুষের পরিচয়

বিধাতার দেওয়া বুদ্ধির
হবে শুধু অপচয়।
জবাব কি দেবে তুমি
যদি করে সন্ধান
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম?
তোমাদের সন্তান?
পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম
মানবে কি তারা আর
ঘৃণা ভরা মন আর
দৃষ্টি অবহেলার
নিয়ে তারা ভাববে
কোন পথে চলব?
কোন আদর্শের
অনুসরণ করব?
কোথায় আছেন সব
মহাজ্ঞানী মহাজন
যে পথে তারা আজ
করবে অনুগমন।
নেই নেই কিছু নেই
বুকে নিয়ে হাহাকার
বসে শুধু ভাববে
কবে শেষ এই প্রতীক্ষার?

॥৩॥

কল্কি অবতার

আকাশে বাতাসে বিষ
জলে আর্সেনিক
পথে ঘাটে ওত পেতে
মরণের ফাঁদ।
হাজার রকম রোগ
নেই প্রতিরোধ
লেলিহান হয়েছে
মানুষের লোভ।
হচ্ছে তো বেচাকেনা
হরেক রকম
জীবন ধারণের
যত মূলধন
তার মাঝে ঠাঁই করে
নিয়েছে এখন
বিবেক, মনুষ্যত্ব
আর প্রিয়জন।
বিংশ শতাব্দীর
শেষ সংযোজন
কোটি কোটি মানুষের
বিশ্বাস ভাজন
জন প্রতিনিধি, যারা
নিয়েছে যে ভার
দেশের সার্বিক
উন্নতি করার।
সেই দেশ-নেতাদের
আজ কি চেহারা?
দেশ-জননীকে তারা
করছে সাহারা।
কোটি কোটি মানুষ আজ
ধ্বংসের মুখে,
তারা কাল কাটায়
কি দারুন সুখে।

অসাধু ব্যবসায়ী
ফলন বাড়ায়
সেই শষ্য খেয়ে আজ
নির্বীজ প্রায়
পুরুষের পুরুষত্ব।
সৃষ্টি কি তবে
অবলুপ্তির পথে?
কলিযুগ তবে কি
শেষ হল প্রায়?
ভারতের যত নেতা
যত ব্যবসায়ী
সবাই কি এক একটি
কল্কি অবতার?

॥৩॥

(এই কবিতাটি একটি গভীর সামাজিক সমস্যার ওপর লেখা — যে সমস্যাটি আমাদের নানা প্রগতির মধ্যেও ক্রমবর্দ্ধমান। সেটি হচ্ছে নানা ধরণের আত্মহনন — সাধারণভাবে যেগুলি নানা অন্যায় ও অবিবেচনা প্রসূত।

এমনকি কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার অমানবিক হৃদয়হীন আচরণকেও এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। যারা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত তারাও এই দায় এড়াতে পারি না।)

সুদিন আসবে ফিরে
জেনো নিশ্চয়

আত্মহত্যা — বিষ খেয়ে
নয় আগুনে
কটা করে হয় রোজ
কর গুণে গুণে
সহজেই বলে দেওয়া যায়
প্রকাশিত হয় যা রোজ
কাগজের পাতায় পাতায়।
অত্যাচারে — পণ না দিলে
ক্ষুধার জ্বালায় — চাকুরী না পেলে
অকৃতকার্য হলে পরীক্ষায়
অথবা প্রেমের ব্যর্থতায়
লক্ষ্য সবার সেই একদিকে
ছিনিমিনি খেল নিয়ে প্রাণটিকে।
যেন প্রাণটি গেলেই হবে
সব সমাধান,
সমাজে থাকবে না কোন ব্যবধান,
রাতারাতি হয়ে যাবে সবাই মহান।
এই চরম ভ্রান্তির কত খেসারত
দিতে হবে জানি না,

জানে ভবিষ্যৎ।
এ মৃত্যু মিছিল তবু
ঠেকান তো যায়
ঠিক মত শিক্ষা
যদি এরা পায়
শৈশব থেকে।
এদের যাঁরা পিতামাতা
অথবা করেন যাঁরা
শিক্ষকতা
তাঁরা যদি ঠিক মতো
এদের বোঝান
জীবন কত সুন্দর
কত যে মহান।
নয়কো সেটা শুধু হেলাফেলার
অনেক কিছু কাজ রয়েছে করার,
শৈশব থেকে এই
শিক্ষা দিতে হবে,
অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হবে।
অন্যায়ের কাছে নয় আত্মসমর্পণ
অন্যায়ের বিরুদ্ধে
লড়াই — আজীবন।
কিন্তু ব্যথা বেদনায়
ভরে যায় মন,
এর অন্যথা হতে
দেখি যখন।
যাদের ওপর ভার
শিক্ষা দেবার
তারাই করেন শিক্ষার
অপব্যবহার।
মন থেকে মুছে ফেলে
স্নেহ, মায়া, প্রীতি
বহুদূরে রেখে দিয়ে সহানুভূতি
দুর্নীতির তালে তালটি ঠুকে

ভরা থলিটির দিকে নজর রেখে
শিক্ষার আলো দিতে
আসেন যারা
প্রকৃত শিক্ষা দিতে
পারেন তাঁরা ?
সহানুভূতিহীন কঠোর শাসন
আরও কত কচি প্রাণ
করে যে হনন।
তবে, একটি কথাই
মনে আনে আশ্বাস
সীমিত সংখ্যক এরা,
— এই বিশ্বাস
থেকেই জন্ম নেয়
এই প্রত্যয়
সুদিন আসবে ফিরে
জেনো নিশ্চয়।

॥৩॥

এসে গেল গরমের দিন

এসে গেল গরমের দিন
হাত-পা শরীর ঝিন ঝিন
আই ঢাই করে যেন প্রাণ
ঘেমে ঘেমে হয়ে গেছি চান
ঝর ঝর ঝরে শুধু ঘাম
চড় চড় বেড়ে ওঠে দাম
গরমেতে আগুন বাজার
কারণ তার — হাজার হাজার।
পচে গেছে আলু নাকি মাঠে
অমিল তাই বাজারে ও হাটে
পেঁয়াজও কি সেই দলে গেল?
নইলে ত্রিশ টাকা হয় কেন কিলো?
ঢেড়স, পটল, কচু, মূলো
কেন দ্বিগুণের বেশি দাম সেগুলো?
কারণটা বলতে কি পারো?
হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে কিছু তারো
হয়তো বিদ্যুতে ঘাটতি পড়েছে
তাই স্টোরেজটা অচল হয়েছে
অথবা খাদ্যমন্ত্রী অসুস্থ
হয়ে তাই ব্যস্ত সমস্ত
পাড়ি দিয়েছেন লন্ডনে
তাই তোমাদের হাঁড়ি ঢন ঢনে।
তাতে কি বা আসে যায় তাঁর
গরমেতে হয়ে জেরবার
ঠান্ডার দেশে হবে যেতে
নাহলে যে বুদ্ধি শুকোবে মগজেতে।
বুদ্ধি না থাকলে তো শেষটা
ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশটা
দামি দামি মাথা সব নেতাদের
গরমেতে যায় যদি গুলিয়ে
শাসন চলবে তবে কি করে
তোমরা মর না কেন শুকিয়ে।

বন্যা, আগুন আর দুর্যোগে
প্রতিকারহীন রোগে ভুগে ভুগে
প্রতিদিন কত লোক মরছে
কার তাতে কি বা ক্ষতি হচ্ছে?
বরং তা ভালই তো করছে
দৈন্য দশাগ্রস্ত দেশটার।
যে দেশ দাঁড়িয়ে শুধু দেখে
ঘনিয়ে আসছে যে শেষ তার।
যে দেশ দেখায় নাকো স্বপ্ন
হাজার তরুণ তরুণীকে
দেয় না প্রলেপ আশ্বাসের
বেকারীর জ্বালা সওয়া বুকে।
শুধু স্লোগান আর মিছিলের ভিড়ে
পথ ভ্রান্ত আজ তারা
পারলে কি পারতে পারে না
দিক্ দর্শাতে — নেতারা?
কিন্তু তা করবে না তারা
করলে যে গদি টলো মলো
ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা হাত
হয়ে যাবে নাকি বেসামালো
তার চেয়ে এই ভাল বেশ
বসে বসে ঠান্ডা ঘরেতে
ডেকে দিয়ে প্রেস কনফারেন্স
বড় বড় লেকচার দিতে।
থাকুক না ফাঁক কথা — কাজে
কার বা না নেই সেটা আজ?
হাজার হাজার অফিস আছে
কটাতে বা হয় সব কাজ?
কাজ না করাটাই তো আজ
বাঙালীর গর্বের কাজ
তাই বন্ধ কল কারখানা
খোলে না তো কোন কিছুতেই
কেন্দ্র নাকি বিমাতা
রাজ্যের দিকে মন নেই।

যত কিছু দোষ আছে সবই
ফেল ঘোষ নন্দের ঘাড়ে
দূর থেকে দিয়ে টিপ্পুনি
মজা দেখ চেয়ে আড়ে আড়ে
হয়ো না কো নেতাজী সুভাষ
মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ
ক্ষমতাকে চেপে পিষে ফেলে
খাও ঘরে বসে দুধ ভাত।
হাজার হাজার মানুষের
বিশ্বাসটাকে কেড়ে নিয়ে
নেতা হয়ে বসে থাক তুমি
দেশটাকে লুটে পুটে খেয়ে।
এসে গেল গরমের দিন
চোখে তাই ঘুম ঘুম ভাব
স্বপ্নের মধ্যে তবে কি
দেখি এই কাল্পনিক অভাব।

॥৩॥

বিবাহ মানে কি?

বিবাহ মানে কি?
বিশেষরূপে বহন করা
বিবাহ করেন কারা?
কারা আবার — পুরুষেরা।
বিবাহ মানে কি
নারীদের বেলায়?
বিবাহ করেন না তাঁরা
করতে বাধ্য করায়।
বাধ্য করেন কারা?
তার অভিভাবকেরা
অভিভাবক কারা?
তাকে শাসন করেন যাঁরা।
শাসনহীন নারী মানে
সে তো এক বিভীষিকা
যার কাছে থাকে নাকো
কোন কিছু রাখা ঢাকা।
তার বুদ্ধির পেনসিলে
ধরা পড়ে রূপরেখা
পুরুষের — মুখোসটা ছিঁড়ে ফেলে
বার করে বাস্তব চিত্র
তাই তো সে নারী নয়
কখনই পুরুষের মিত্র।
তাই রাখো তাকে রেখে ঢেকে
বোরখা পরিয়ে দাও তাকে
যতই লাফাক ঝাঁপাক
যতই না কাঁদুক নাকে।
স্বামী হয়ে তাকে
লাগেজ রূপে বহন করো
বেশি ভারী লাগলেই
পদাঘাতে দূর করো।

তবে বিবাহের সময়ে
ঝেড়ে বেছে তাকে এনো
শিক্ষিতা, সুন্দরী
সকলের তাক লাগে যেন।
তারপর চুলোয় যাক
তার যত শিক্ষা দীক্ষা
তাকে নিয়ে আর তো
করবে না কেউ সমীক্ষা।
এতএব ধরো তাকে
ভরো তাকে ধরে বেঁধে হেঁসেলে
বছর কয়েক পর সুখে থাক
ঘর ভরা মা-ছেলে।
মিটিঙে মিটিঙে দাও
রক্ত গরমকরা লেকচার
প্রগতির ধ্বজা তুলে
নারী মুক্তিতে হও সোচ্চার।
ফুলের মালা পরা হাসি মুখ
ফটো থাক কাগজে
সমালোচকরা তো আলোচনা করবেই
বদনাম দেবে আজে বাজে।
যত সব বদমাস, দুর্মুখ, শয়তান
তাদের কথা কানে তুলছে কে?
(দেখো) অন্দর মহলটা থাকে যেন অক্ষত
প্রগতির হাওয়া সেথা না ঢোকে।
এর মাঝে কিছু কি নেই ব্যতিক্রম
তবে তারা ব্যতিক্রমই শুধু
বিশাল মরুর মাঝে ছোট্ট মরুদ্যান
যার চারপাশে বালি করে ধূ ধূ।

মানুষ হয়েও যারা দিতে জানে নাকো
অন্য মানুষেরে সম্মান
সন্দেহ জাগে তারা সত্যি মানুষ কি
আছে কিছু হুঁশ আর মান?
একবিংশের দ্বারে পৃথিবী দাঁড়িয়ে
কত উন্নত আজ সারা দেশ
মধ্যযুগীয় তবু পুরুষের মনোভাব
ভাবতে অবাক লাগে বেশ।

॥৩॥

উত্তর মেলেনি

কুড়ি-বাইশের এক তরতাজা প্রাণ
করেছিল একটি চাকরীর সন্ধান।
বহুদিন, বহুপথে, বহু ঘোরাঘুরি
অবশেষে তীর পেল সন্ধান তরী।
এসে গেছে কাঙ্খিত ইনটারভিউ লেটার
সেনাবাহিনীর চাকরী
এখন সেইটাই বেটার।
ঠাঁই নাই কোনখানে — বন্ধ কল কারখানা
অকুল পাথারে, এ যেন
আলোর নিশানা।
উষর মরুতে এক সবুজ মরুদ্যান
সবেগে ধাবিত হল পিপাসিত প্রাণ
কিন্তু মরুদ্যান নয় তো এ
এ যে মরিচীকা
পিপাসার্ত জীবনের এ যে যবনিকা
বুঝতে পারেনি সেই নবীন যুবক।
লাইনেতে দাঁড়িয়ে শত শত লোক।
ডাক পড়তেই শুরু হল হুড়োহুড়ি
সকলেরই তাড়া, যেতে চায় তাড়াতাড়ি
ছেলেটিও যেতে গেল,
পারল না, হায়!
ধাক্কার বেগে শেষে
পথে পড়ে যায়।
উঠবার চেষ্টায় হয়ে আপ্রাণ
আর্ত চীৎকারে ভরে দিল কান
তুলো গোঁজা ছিলো বুঝি
সকলের কানে,
সে ডাক পৌঁছল না

তার কোনখানে?
আর্ত চীৎকার ক্রমে হতে হতে ক্ষীণ
থেমে গেল একেবারে
হ'ল হাওয়ায় বিলীন।
দেহের উপরে প'ড়ে শত পদ ভর
দলিত, পিষ্ট হ'য়ে হ'ল যে নিথর।
কারা ছিল সেইখানে
তারা কি মানুষ?
সন্দেহ জাগে, বুঝি তারা অমানুষ।
মানুষের পায়ে পায়ে
শেষ হয়ে যায়
আর এক মানুষ, তারা ফিরে না তাকায়
এমন কঠিন মন, এত নিষ্ঠুরতা
এত উদাসীন, এত অমানবিকতা?
এ সবেরই দরকার আছে যোগ দিতে
দেশ রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীতে?
উত্তর মেলেনি। উত্তর আছে ভবিষ্যতে
ঘন ঘোর মেঘে এ যে অশনি সঙ্কেতে
সতর্ক করে বলে, ওহে উদাসীন মতি
তোমাদেরও হতে পারে এই পরিণতি।

॥৩॥

হিংসার রাজনীতি বন্ধ হোক

(কেশপুর স্মরণে)

হিংসার রাজনীতি বন্ধ হোক
যে নীতির বলি শত শত লোক
গৃহহীন, ঘরছাড়া পুরুষ বালক
নিরাশ্রয় নারী, শিশু।

জ্বলন্ত পাবক
দগ্ধ করেছে যার বাড়ী, ঘর, দোর।
তবু চলে রেষারেষি — কার কত জোর,
রাজনীতি কাকে বলে জানে কি তারা
দিন এনে দিন খেতে যারা দিশাহারা
জীবন যাদের কাছে শুধু

প্রাণটি ধারণ
অবিরাম পবিশ্রমে দিবস যাপন।
এরই মাঝে দেখে তারা
ক্ষণিক আলো
যখন রাজনৈতিক দাদারা
ভাল ভাল
প্রতিশ্রুতির বন্যায় দেশকে ভাসান।
হয়ে যাবে সব কিছু মুস্কিল আসান
ভোট দিন, ভোট দিলে

থাকবে না আর
কোন কষ্ট, কোন দুঃখ
কোন অবিচার
পেট ভরে সকলেই পাবে আহার
থাকবে না দেশে আর কোন বেকার।
রঙীন রঙীন আরও কত আশ্বাস
সরল অবুঝ মন করে বিশ্বাস।
ভোটের পরেই ব্যাস সব ফরসা
যত দাদা, যত নেতা, যত ভরসা
গ্যাসের বেলুন হয়ে মেলায় আকাশে।

বঞ্চিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
শুধু থাকে অভিমান
আর হতাশা
ভাল করে বাঁচবার যতটুকু আশা
করেছিল তারা — সব হয়ে গেল শেষ
থাকে শুধু কিছু মানুষের অনিঃশেষ
হিংসা, লোভ আর

ক্ষমতার কামনা।
কিন্তু বার বার বিশ্বাসের
এই বঞ্চনা
ক্ষুব্ধ মানুষ আর
কত দিন সইবে?
কতদিন আর তারা
মুখ বুজে রইবে?
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি
জেগে উঠবেই
হিংসায় হিংসার
রাজনীতি হঠবেই।

॥৩॥

ভোট রঙ্গ

তুমি নাকি এদেশের
নির্বাচিত মন্ত্রী
দেশের শাসন যন্ত্রের
তুমি এক যন্ত্রী?
তোমার বিরুদ্ধে নাকি
দুর্নীতির অভিযোগ
স্বজন-পোষণ, গুণ্ডা-তোষণের
অনুযোগ।
তবুও কি দম্ভ,
কি সাহস তোমার
গণ-মাধ্যমের সামনে
কি নির্বিকার।
হেলায় সব প্রশ্নের
কর মোকাবিলা
ন্যায়, নীতি সব কিছু
যেন ছেলে খেলা।
জন-প্রতিনিধি,
তবু নেই কোন দায়
জনগণের প্রতি, নেই
বিশ্বস্ততা, হায়!
এ কেমন নির্বাচন,
এ কেমন রাজনীতি
বুঝতে না পারি
এর গতি প্রকৃতি।
মুখোশ ছিঁড়ে গেলেও
এরা গদি ছাড়ে না
শত অপমানও
এরা গায়ে মাখে না।

যেন তেন প্রকারেণ
ক্ষমতার গদি
আঁকড়ে থাকে সারা
জীবনাবধি।
ভয় কি! যতই হোক
অপযশ তার
অখ্যাতি, কুখ্যাতি,
অরাজকতার
কাদা মাখা থাক গায়ে
তবু জানে মন
আসবে তো আবার
পরবর্তী নির্বাচন।
সুনিশ্চিত পরাজয়
জানে সবাই যখন
রেকর্ড সংখ্যক ভোটে
এরা জেতে তখন।
এই হল এ দেশের
নির্বাচন রঙ্গ
সত্য সেলুকাস!
কি বিচিত্র এ বঙ্গ!

॥৩॥

দল চাই না, সরকার চাই

দল চাই না আমরা সরকার চাই
মজবুত, সক্ষম — যেখানে দুর্নীতি নাই,
সেই সরকার — যেখানে মানুষ আছে
মান আর হুঁশই বড় যার কাছে।
বারে বারে হবে নাকো
যেথা নির্বাচন
জনগণের অর্থে হবে না প্রহসন,
ভোটের নামে অর্থের বিপুল অপচয়
সে তো আমাদের দেশেরই
সম্পত্তির ক্ষয়।
যেথা থাকবে না কোন কাজে
নিজ স্বার্থের টান
মূখ্য হবে বাড়ানো দেশের সম্মান।
দেশের, দশের স্বার্থ
যেখানে প্রধান
মূল্য পাবে, বাড়াবে জীবিকার মান।
আমরা সকলেই চাই সেই সরকার
বন্ধ কল কারখানা খুলবে আবার
কর্মসংস্কৃতিতে যারা আনবে জোয়ার।
ধার করা মূলধন আমরা না চাই
মূলধন হবে সরকারের সততাই।
অভাব যা আছে
তা থাকবে যে মনে
বাধা হবে না সেটা দেশ গঠনে।
সঠিক নেতৃত্ব আর
নেতা যদি সৎ
আলোকিত করে দেবে
এগোনর পথ।

আঁধার যা আছে সব
মুছে দেবে আলো
জীবন আশার হবে
ঘুটে যাবে কালো।
কঠোর পরিশ্রম আর
দৃঢ় মনোবল
জন, নেতা, একতার
মিলিত যোগফল
এক সূত্রে বাঁধা প্রাণে
হয়ে আগুয়ান
পারে এক দেশকে
করতে মহান।

॥৩॥

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

থর থর করি কাঁপিছে ভূতল
গৃহ দিকে দিকে পড়িছে ধ্বসে
হাজার নাগিনী ভূমিতলে যেন
দাপাদাপি করে দারুণ রোষে।
পথগুলি যেন ছুটিয়া চলেছে
তটিনীর সম সাগর কূলে
খল খল হেসে পাগলিনী এক
হানিছে আঘাত মর্ম্মমূলে।
'পটে থাকা হেন' নগরীটি এক
মুহূর্তেই টলটলায়মান
উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটিছে মানুষ
বাঁচাতে তাদের জান ও প্রাণ।
মায়ের কোলেতে আঁকড়ান শিশু
বাবার হাতেতে ধরা ছেলে
বাড়ির বাহির পারিল না হতে
ঢলিয়া পড়িল মৃত্যুর কোলে।
নগর জুড়িয়া ছবির মতন
আছিল যতেক বহুতল
তাসের ঘরের মতন ভাঙিয়া
হইল তাহারা সমতল।
একি বিভীষিকা চারিদিকে আজ,
প্রকৃতির একি প্রলয় নৃত্য।
ধূলায় ধূলায় চারিদিক ছায়
থর থর থর কাঁপে যে চিত্ত
ধ্বংসের কাল ধেয়ে এল নাকি
সৃষ্টির বুঝি অন্ত আজ
মনুষ্যকুল গনিছে প্রমাদ
মাথায় পড়িল ভীষণ বাজ।
কত কোটি টাকা, কত শ্রম দিয়া
একটি রাজ্য উঠেছে গড়িয়া
শিল্প, বাণিজ্য নানা উপচারে

সাজান গোছান শহরে নগরে
আলো ঝলমল কারখানা কলে
কৃষিজ পণ্যে, ফলে ও ফসলে
সবচেয়ে সেরা সকলের আগে
ছিল যে রাজ্য, প্রকৃতির রাগে
হল সবহারা, সর্বস্বান্ত
লাখো মানুষের হল প্রাণান্ত।
প্রকৃতির এই পিশাচ হাসি
হেরিয়া সকল বিশ্ববাসী
শোকস্তব্ধ। যার যাহা কিছু
আছে সম্বল
আহার, পানীয়, তাঁবু, কম্বল
ওষুধ ও আরও যত দরকারী
আছে সামগ্রী সব তাড়াতাড়ি
পাঠাইয়া তারা দিল গুজরাতে
জীবিত, আহত মানুষ যাহাতে
পায় চিকিৎসা, পায় আহার
পায় বাসস্থান, ছাদ মাথার।
কতদিনে হবে এ ক্ষতির পূরণ
ফিরে পাবে ফের আগের জীবন
ভাগ্য দেবীর নির্মমতার
প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতার
দিতে হবে আরও কত খেসারত
জানে — কাল আর ভবিষ্যৎ।

॥৩॥

জল জল শুধু জল
যত দূর চাই
কোথা গেলে পাব গো
পা রাখার ঠাঁই?
উথাল পাথাল স্রোত
revier না sea?
মানচিত্রে খুঁজে ফিরি
এর নাম কি?
খুঁজে খুঁজে হয়রান
খোঁজাটাই সার
এখানে তো নদী
বা সাগর নেই আর।
জেলা এক আছে বটে
নাম মুর্শিদাবাদ
ম্যাপ থেকে এর নাম তবে
দিতে হবে বাদ।
এই সাগরের একটা
নাম তো চাই
মনোমত, লাগসই
নাম খুঁজি তাই।
(তবু) একটা প্রশ্নই মনে
ঘোরে নিরন্তর
একটি জেলার হল কেন
সাগরে রূপান্তর?
প্রলয়ের কাল তবে
এসে গেল নাকি?
প্রলয় জলধি এসে
ঢেকে দেবে বাকি।

কিন্তু না, তাতো নয়
কাগজে যে বলে
পরিকল্পনায় ভুল —
তাই বান এলো চলে
আমলারা করেনি নাকি
দায়িত্ব পালন
তাই রুষে ফুঁসে এল —
দুরন্ত প্লাবন।
ভেসে গেল ঘর, বাড়ি
মানুষ, পশু
গৃহহীন, অসহায়
নারী, শিশু।
একটি জেলা মুহূর্তে
সাগর যে হল
নৌকা চলল, যেখানে
রাজপথ ছিল।
সুউচ্চ প্রাসাদ আর
বহুতল বাড়ি
খড়, টালি ছাওয়া
ছোট কুটিরের সারি
মিলে মিশে একাকার
সব ভাই ভাই
জলের তলায় সবে
নিয়েছে যে ঠাঁই।
কোন ভেদ নেই আজ
ধনী ও গরীবে
রাতারাতি সাম্যবাদী
হয়েছে যে সবে।
মার্কসবাদ, লেলিনবাদ
যেথা পায়নি কো কলকে
প্রলংকর বন্যা তা
ঘটাল পলকে।

ত্রাণের খাবার খায়
করে ভাগাভাগি
নেই কোন ঘৃণা
নেই কোন রাগারাগি।
যেখানে সমস্যা শুধু
বাঁচানো যে প্রাণ
সেখানে থাকে কি কোন
মান অভিমান?
পরিকল্পনার ভুলে তবে
ভালই তো হল
মানুষে মানুষে
ভেদাভেদ ঘুচে গেল।
হলই তা শুধু
মাস কয়েকের তরে
আবার তো হবে ফের
পরের বছরে।
অতএব জিন্দাবাদ
আমাদের সরকার
ভুল পরিকল্পনারই
আছে বেশি দরকার।

॥৩॥

একটি মৃত্যু

একটি মৃত্যু
কি এমন কথা
প্রতিদিন শত শত মৃত্যু হচ্ছে
পৃথিবীতে — মানুষ এখন
কীট, পতঙ্গ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীব।
প্রাণের মূল্য এক কানাকড়ি
তবু মৃত্যু ছুঁয়ে যায়
যে যে মানুষের মন
যারা প্রিয়জন
যে সব সংসার
করে দিয়ে ছারখার
হৃদয়গুলোকে মাড়িয়ে,
দুমড়ে, পিষে দিয়ে
মদ গর্বে লুটে নিয়ে যায়
পড়ে থাকে হাহাকার
অসহায় চীৎকার
অসহ স্মৃতি ভার।
সভ্যতা পরাজিত
পরাস্ত বিজ্ঞান
ভূ-লুণ্ঠিত বৈজ্ঞানিকের
আবিষ্কার — উল্লাস।
মুহূর্তের নির্মম নিষ্পেষণ
বিচ্ছিন্ন করে দেয় প্রাণ
দেহ থেকে
পড়ে থাকে মায়ায় ঘেরা
এক শরীর পৃথিবীর।

শুভ্রা

মমতা মাখা একটি মুখ
অপরূপ সুন্দর
স্নেহঝরা চোখ
যেন মায়ার বাঁধনে
বেঁধে ফেলে সবাইকে।
ভালবাসায় ভরিয়ে দেয়
ভরিয়ে নেয় নিজেকেও
শুভ্রা — নামেও, রূপেও
শ্বেতবরণা, সুকেশী
যেন বীণাহস্তে স্বয়ং বীণাপানি।
শৈশবে সকলে বলতও—
জ্যান্ত সরস্বতী।
সুন্দরের পূজারী সবাই।
মৃত্যুও কি তাই?
সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা সকলের
তাই সুন্দরকে পেতে চায় সবাই।
সুন্দরী হেলেন,
ধ্বংস হয়েছে ট্রয়।
রূপসী পদ্মিনী
দগ্ধ করেছে অগ্নি
মৃত্যু এসে বার বার
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে
শ্বেত শুভ্র পুষ্প অকালে অসময়ে।
সে কি সুন্দরকে
বেশি ভালবাসে বলে?
মানুষ তবে কেন
এত সুন্দর হয়
এত ক্ষণস্থায়ী হলে?

মৃত মানুষের ঠিকানা কি?

মৃত মানুষের ঠিকানা কি?
আকাশ? — সে তো মহাশূন্য
সমুদ্র? — সে তো জলোচ্ছ্বাসে ভরা
সেখানে শান্তি কোথায়?
মৃত্যু মানে শান্তি
মৃত্যু মানে পরিসমাপ্তি
জীবনের — শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত
হয়তো বা অপূর্ণতায় শূন্য
অথবা — পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত।
কিন্তু, চিরস্থায়ী নয় কিছুই
এতো জানা কথা
তবু ভাবতে ভাল লাগে
শিশু ভোলান সেই কথাগুলি
— সে যে জড়িয়ে আছে
ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যারাতের
তারায় — সেই তো আমার
মা, আমার দিদি
আমাদের সব প্রিয়জন।
মৃত্যু কেড়ে নেয়
প্রিয়জনের শরীর
কিন্তু আত্মার বন্ধন
কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা
নেই মৃত্যুর — সেইখানে
সে পরাজিত।

আমায় ক্ষমা কর

আমায় ক্ষমা কর
যদি কোন অপরাধ করে থাকি
আমায় ক্ষমা কর।
বিংশ শতাব্দী বড় নিষ্ঠুর, নির্মম
স্নেহ, প্রীতি, মমতা
সবেতেই সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস
তার ভেতরেই জন্ম নেয়
প্রেম, ভালবাসা, বিবাহ বন্ধন,
নিষ্পাপ শিশু।
এত সুন্দর ভুবন
তবু কেন এত হিংসা।
রেষারেষি, সন্দেহ, অবিশ্বাস?
আমরা পারি না
পরের খুশিতে খুশি হতে?
পারি না অন্যের আনন্দের
অংশ নিতে?
নাই বা থাকল আমার নিজের খুশি
নিজের আনন্দ।
ঈশ্বরের এই বিরাট পৃথিবীতে
যে যার ভাগ্য নিয়ে এসেছে
আমরা পারি কি
তাকে অস্বীকার করতে?

যদি মেনে নিই
নিয়তির এই বিধান —
তবে বিংশ শতাব্দী
কিছুতেই পারবে না তার
কলুষতা দিয়ে মানুষের হৃদয়কে
কৃপণ করতে,
পারবে না তার হীন মূল্যবোধকে
কাজে লাগিয়ে
আপন জনের মধ্যে
বিভেদ সৃষ্টি করতে।
তবে
সেটা বুঝতে হবে সবাইকে
তবেই হবে এর সার্থকতা।

॥৩॥

তবু যদি থাকত

কথা বলতে অক্ষম
অথবা চলাফেরা করতে
অর্থাৎ মূক, পঙ্গু অথবা —
জড়বুদ্ধি — নির্বাক দৃষ্টি
বুদ্ধির অগোচর সবকিছু
এইভাবে বেঁচে থাকা?
না, না সে যে অভিশাপ
তার চেয়ে এই ভাল
সাম্রাজ্ঞীর মত নিমেষে চলে যাওয়া
রোগ, জরা, ব্যধির
সীমানা ছাড়িয়ে
নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া
নিঃসীম শূন্যতায় —
বার্দ্ধক্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে
দৈহিক অক্ষমতাকে
অস্বীকার করে
কারো কাছে নিজেকে
বিকিয়ে না দিয়ে
নিঃশব্দে চলে যাওয়া।
তবু অবুঝ মন
নিকট জন ভাবে —
সেই ভাবেও — অর্থাৎ
সামান্য দৈহিক বিকৃতি নিয়েও
তবু যদি থাকত।

॥৩॥

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

যুদ্ধ যুদ্ধ দিকে দিকে ওঠে রণ হুংকার
স্টেনগান, ব্রেনগান আর
যত রকমের ট্যাংকার
বোমারু বিমান, মিসাইল
আর পরমাণু বোমা নিয়ে করে
উঁচিয়ে আছে সব
শত্রুর দিকে তাক করে।
একটু বেগড় বাঁই করেছ
কি সব্বাই মরেছ
আমাদের শক্তির পরিমাণ
তোমরা কি জেনেছ?
অতএব চুপচাপ মেনে নাও
আমাদের আবদার
ন্যায়, অন্যায় কিনা
তোমরা করবে কি সে বিচার?
তোমাদের চেয়ে আছে
আমাদের ঢের বেশি শক্তি
অতএব জোর করে
কেড়ে নেব তোমাদের ভক্তি।
এইভাবে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি
বিশ্বের সবখানে।
কিন্তু শত্রু কে? লেখেনি তো
কেউ কোন মানব অভিধানে।
ইংরেজ, জার্মান, মুসলিম
ভারত বা চীন,
সকলেই সেই তো ঈশ্বর
'আল্লা' 'গড' এর অধীন।
সকলে আমরা যদি সেই
ঈশ্বরেরই সন্তান
কেন তবে হানাহানি
কেন নেওয়া এত মানুষের প্রাণ?

খুশি হয়ে থাকলেই হয় নিয়ে
যার যার রাজ্য
কাড়তেই হবে দেশ
বাড়াতেই হবে সাম্রাজ্য?
কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণতি
ভেবেছ — হবে কি?
আরও একবার কি পেতে চাও
হিরোসিমা, নাগাসাকি?
প্রশ্ন এবারে কি এটুকুতে
শুধু থেমে থাকবে?
শক্তি যে বহুগুণে বেড়ে গেছে
এ কথা তো মানবে।
তাই এবারের যুদ্ধে
জয়ী হলে অথবা পরাজিত
হিসাব করতে কেউ
থাকবে কি এ ভুবনে জীবিত?
(তাই) যুদ্ধ নয়, বলো সবে
দেশে দেশে আজ মোরা শান্তি চাই
এই আল্লার দুনিয়ায়
সব মানুষেরা হোক ভাই ভাই।

॥৩॥

সৃষ্টি নয়, ধ্বংস চাই

মানুষের মনে আছে সৃষ্টির উল্লাস
আমার মনে আছে ধ্বংসের
মানুষের চোখ যে গো সৌন্দর্য পিয়াসী
আমার চোখ যে গো রক্তের।
মানুষের হাত গড়ে সুন্দর মূর্তি
আমার হাত করে ধ্বংস
মানুষের দেহে না কি আল্লার বসবাস
আমারটা পিশাচের অংশ,
সুন্দর জিনিস যে মোর চোখে সয়না
ফাঁক তাল খুঁজে ফিরি তাই যে
জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দিয়ে, ভেঙে চুরে পিষে ফেলে
তছ নছ করে দিতে চাই যে।
নিরীহ হাজার লোক মারা গেল, তাতে কি
আমার তো তাতে যায় আসে না।
শত্রুর ধ্বংসই মোর মূল লক্ষ্য
আর কিছু মোর চোখে ভাসে না।
সারা পৃথিবীর আমি অধিপতি হতে চাই
মোর ধর্মই হবে সবাকার
সে পথের বাধা সব করে দিতে নির্মূল
যা যা কিছু করা আছে দরকার
সবটাই করে যাব যেই কোন মূল্যে
মানুষ, রক্ত বা অর্থ
প্রলয়ের ঝঞ্ঝায় ঢেকে যাক পৃথিবী
ঘটুক না যতই অনর্থ।
মানবিকতার আমি চূড়ান্ত শত্রু
সৃষ্টি নয়, ধ্বংসই চাই
স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া তাই আমি চাই না
চাই আমি নির্মমতাই।
ধ্বংসের শেষ দেখে তবে আমি থামব
তার আগে যাবে না তো থামা
মানুষের দেহে যে আমি এক শয়তান
লাদেন বিন ওসামা।

ভারত-জ্যোতি

ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল
ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি
রেজিষ্টার্ড পোষ্টে
পাঠাল এক চিঠি।
তাতে লেখা — এদের লক্ষ্য
দেশের আর্থিক উন্নতি
জন সংযোগ ও জাতীয় সংহতি।
আরও লেখা — এরা এমন
এক প্রতিষ্ঠান
যারা জ্ঞানী গুণী লোকেদের
দ্যায় সম্মান।
সমাজের নানা দিকে
যাদের অবদান
শিক্ষা বিস্তার অথবা
জন কল্যাণ।
সঙ্গীত, কলা বা
চলচিত্র জগত
যাদের প্রয়াসে হয়েছে
আরও উন্নত
শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রের
দক্ষ প্রশাসক
চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের
নব পথ প্রদর্শক
রাজনীতি, প্রশাসন ও
আরও নানা স্তরে
সম্মানের অর্ঘ্য তারা
প্রসারিত করে।
এ যাবৎ প্রতি বছর
বহু জ্ঞানী গুণী জনে
সম্মানিত করেছে তারা
পুরস্কার প্রদানে।

দু'হাজার একে তারা
শিক্ষা বিস্তারে
কলকাতার এক শিক্ষাবিদকে
মনোনীত করে।
তিরিশে মে দিল্লীতে
মহা আড়ম্বরে
ভূষিত করেছে তাঁকে,
'ভারত-জ্যোতি' পুরস্কারে।

॥৩॥

বইমেলা

সাতানব্বই এর বইমেলা
আমাদের গর্বের বইমেলা
স'য়ে তুমি কার অবহেলা
পরিণত হলে আজ ধ্বংসস্তুপে?
আইফেল টাওয়ার আর নোতরদাম
হ'ল লেলিহান অগ্নিশিখার
অপর নাম।
শত শত মানুষের
বুক ভরা আশা,
কোটি কলকাতা বাসীর
এত ভালবাসা
বিকিয়ে গেল আজ
কানাকড়ি দামে।
সূচনা যার করেছিলেন
জ্যাক দেরিদা নামে
এক ফরাসী পণ্ডিত।
সবই আজ হয়ে গেল
দুঃসহ অতীত।
বার দিন ধরে যার ব্যাপ্তি
পাঁচদিনেই হল তার সমাপ্তি
কার ভুলে?
দোষ দেব কার?
দমকল, সংগঠক, পুলিশ, সরকার?
নাকি বিন্দুমাত্র জ্ঞানহীন
যত ধূমপায়ী
অথবা লোভী লোভী
সেই সব যত ব্যবসায়ী
আগুন নিয়ে খেলা
করল যারা।
আর তার ফল ভোগী
হল কারা?

কত বিনিদ্র রজনী
লেখে ইতিহাস
স'য়ে কত অপমান
কত পরিহাস।
সমালোচনার যত
বাধা পেরিয়ে
অর্থচিন্তাকে মাথায় নিয়ে
আসা সেই সব কবি,
লেখক, প্রকাশক।
আর বুক ভরা ভালবাসা
নিয়ে আসা সেই সব পাঠক
বই দেখে, বই কিনে
মেটে না যে আশা
বার বার মেলায় তাই
করে যাওয়া আসা।
সেদিনও আকুল সেই
যত পাঠক
আর ছিল মেলার
যত দর্শক
সাক্ষী হল সেই
অগ্নি মেলার।
নিহত, আহতের কাতর চীৎকার
বধির করে দিল কর্ণ কুহর।
জ্বলন্ত সময়ের প্রতিটি প্রহর
বলে গেল যাদের অক্ষমতা
অপদার্থতা আর অবহেলার কথা।
কিন্তু বাঙালীর গর্বের বইমেলা
সাতানব্বই-এর বইমেলা
সইবেনা কারো অবহেলা
মাথা তুলে দাঁড়াবেই সে
আজ নয়তো কাল প্রত্যুষে।

॥৩॥

কিন্ডার গার্টেন, মডেল স্কুলের
মিলিত প্রদর্শনী
পুনর্মিলন উৎসবেতে
হবে তাতো জানি।
তিন বৎসর অন্তে
প্রতি চতুর্থ বৎসরে
ডালি নিয়ে হাজির হবে
বিপুল কলেবরে।
শিল্প, চিত্র, কলা, বিজ্ঞান
নানান আয়োজনে
চোখ ধাঁধাবে, মন ভরাবে
চিত্ত বিনোদনে।
লোকের ভিড় সামলাতে সব
খাবে যে হিমসিম
মনের মাঝে খুশির ঢেউ
বাজে যে রিমঝিম।
বহুদিনের প্রস্তুতিটি
এবার যে রূপ পাবে
অনেকদিনের অনেক মাথার
ঘাম যে ঝরাবে।
বহু পরিশ্রমের ফসল
এই যে প্রদর্শনী
বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়ের
তাই তো চোখের মণি।
উদ্বোধনের দিনটি ধরে
চারটি দিনের ব্যাপ্তি
চতুর্থ দিনের শেষে
হবে এর সমাপ্তি।
প্রদর্শনীর সময় সীমা
তিনটা থেকে সাতটা
দেখতে দেখতে মনে হয়
যদি থাকত বাকি রাতটা।

দেখে দেখে আশ মেটে না
এমন আয়োজন
চুম্বকের মতই এর
অমোঘ আকর্ষণ।
ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজও
হাত মেলাচ্ছে এর হাতে
অবকাশ, গান্ধী মিউমিয়ামও
আছে এর সাথে।
তাই তো প্রদর্শনীর রূপ
আরোই জমজমাট
দাবী উঠেছে চারদিন নয়
থাকুক সাত কি আট।
কিন্তু পড়ার ভীষণ চাপ
সামনে যে বার্ষিক
তাই এর পেছনে সময় দেওয়া
আর হবে না ঠিক।
ইচ্ছা আর প্রতীক্ষাটা
থাকুক সবার কাছে
আবার প্রদর্শনী হবে
দুই হাজার পাঁচে।

॥৬॥

To Mr. & Mrs. Kapoor – My Doctors

You have dedicated your lives
And are carrying on fight
Against the darkness of eyes
To bring them into light.

May your every effort
Be crowned with success
And always receive the favour
That God does bless.

তোমরা উভয়ে হয়েছ যে আজ
উৎসর্গীকৃত প্রাণ
আঁধারাবৃত নয়নকে
করতে আলোক দান।
প্রতিটি প্রয়াস হোক তোমাদের
সাফল্যের রঙে রঞ্জিত
পরিবেশ তব হোক সহায়
বিধাতা আশিস মণ্ডিত।

পুরী

অশান্ত ঢেউ-এর মালা
বালুকার তটে
প্রবল গর্জ্জন সনে
মরে মাথা কুটে
সীমাহীন সীমারেখা
পাব কোথা গেলে
জানি নাকো, কুল গিয়ে
মিশে গেছে কোন অকূলে
চোখের সামনে
নীল জলরাশি ধূ ধূ
পুলকিত বিস্ময়
মনে জাগে শুধু।
এ কি অপূর্ব দৃশ্য
মনে ভাবি তাই
পুরীর সমুদ্রের
তুলনা যে নাই।
আর আছেন জাগ্রত
দেব জগন্নাথ
যাঁর সীমাহীন করুণায়
প্রসারিত হাত
সতত করে চলেছে
আশিস বর্ষণ
আকুল প্রার্থনা নিয়ে
আসা অগনন
তাঁর সন্তানের পরে।
রোগক্লীষ্ট জীর্ণ দেহ
আরোগ্য কামনায়
স্নেহ বুভুক্ষিত চিত্ত
সন্তান আকাঙ্ক্ষথায়
বার বার ছুটে আশে
তাঁর চরণে
অগতির গতি যিনি
জীবনে মরণে।

৭৩

কি রোমাঞ্চিত অনুভূতি
তাঁর দর্শনে
ভাষায় না প্রকাশে
শুধু মনে মনে
অপূর্ব আনন্দ এক
বেদনার সনে
মিলে মিশে একাকার।
বাঁধ ভাঙা অশ্রুধার
শাসন না মানে
উচ্ছসিত হয়ে উঠে
বলে কানে কানে
কি ভয়ঙ্কর সুন্দর তুমি
জগতের নাথ
সৃষ্টি আর ধ্বংস নাকি
তব দুই হাত?
এক হাতে রাখ আর
আর হাতে মার
পিতা হয়ে সন্তানেরে
তাকি তুমি পার?
তুমি শুধুই করুণাময়
কর বাঞ্ছা পূরণ
এই মনে ভেবেই
তব লইনু শরণ।

॥৩॥

জুন '৯৮

কর্ণফুলী — একটি বাড়ী

কর্ণফুলী — একটি নদী
কর্ণফুলী একটি বাড়ী
কর্ণফুলীর ঢেউ-এর তালে
স্পন্দিত হয় একটি নাড়ি।
পাহাড়-ঘেরা, নদী ভরা
জন্মভূমি চট্টগ্রাম
ছেড়ে এলেও, যায় কি ভোলা
তাই, কর্ণফুলী বাড়ির নাম।
স্বাধীনতার মূল্য দিতে
ছাড়তে হল দেশ ও গ্রাম
তবু রক্ত মাঝে কেবল বাজে
স্বদেশ মায়ের পূণ্য নাম।
জীবন জোড়া কাজের মাঝে
অবিরত পাকটি খাওয়া
যাব যাব করেও তবু
স্বদেশ ভূমে হয় না যাওয়া
বীর শহীদের রক্ত মাখা
গর্বিত সে চট্টগ্রাম
লোকনাথ, তারক, গণেশ, সূর্য
করব আরও কত নাম?
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
করল যারা কারাবরণ
ব্রিটিশ সিংহ রাজের সাথে
লড়ল যারা মরণপণ
ভোলা কি যায় সে সব বীরে
সৈনিক যারা স্বাধীনতার
মোছাল যারা অশ্রুবারি

শৃঙ্খলিতা দেশমাতার।
সেই দেশেতেই জন্ম বলে
গর্ব করা যায় যদি
বীর ছেলেদের স্মৃতি নিয়ে
প্রবাহিত যে নদী
সেই নদীটি সদাই বুকে
জাগায় খুশির অনুরণন
বাড়ীর নামে মিশিয়ে, হৃদয়
তাই তো তাকে করল স্মরণ।

॥৩॥

একটি চোখ, একটি বছর

একটি চোখ, একটি বছর
        কাটিয়ে নিয়ে গেল যেন
                কোন যুগান্তে
ছুরিতে কাঁচিতে ফিসফিস
কোমল অথচ প্রতিজ্ঞা কঠোর
        একটি হাত
চেম্বার থেকে নার্সিংহোম
        নার্সিং হোম থেকে চেম্বার
টুপ টুপ eye drop
ফুটন্ত তুলো, সেলাই করা
        তার সেলাই কাটা লাল চোখ
একটি ছুটন্ত শরীরের থমকে থামা
একটি বছরের বেশ কটি মাস
        পর নির্ভর।
টান টান শরীরের এক ঠায়, বসে থাক
শুলে   45° angle
স্নানবিহীন উত্তপ্ত শরীর
        আর বিধ্বস্ত মন (নিয়ে)
কেটে গেল একটি বছর,
শুধু একটি চোখের জন্য।
কর্মক্ষেত্রে -- বেমানান, বিমলিন
স্বস্থানে বা স্থানচ্যুত --
কিছু পরিমাণ,
ভাগ্যের ওপর পুঞ্জীভূত
অভিমান নিয়ে শুধু
বসে ভাবা -- কেন কেন
কি জন্য? কত ধৈর্য,
কত প্রতীক্ষা, কত পরীক্ষা আর?
দয়াময়, অন্ধকার থেকে কর
আলোকে উত্তরণ।
সার্থক হোক একটি বছরের সাধনা।

॥৬॥

লিনিয়া ও রাই

ঝক ঝকে চোখ দুটো
বুদ্ধিতে ভরা
টুল টুলে মুখখানি
শুধু হাসি ঝরা
মিটি মিটি হাসিখানি
মনটা যে কাড়ে
অপাট করার কালে
দ্যাখে আড়ে আড়ে।
কেউ দেখে ফেললেই
হাসি মন কাড়া
বকতে তখন তাই
যায় না তো পারা।
সারাদিন ব্যস্ত সে
কাজ কত শত
এটা ফেলা, ওটা ভাঙ্গা
বকা অবিরত
সব কথা বলা চাই
বাকী নেই আর
তোমরা বোঝ না বোঝ
ব'য়ে গেল তার।
ছোটি ছোট পদ ভারে
বাড়ি টল্ মল্
ছুটে ছুটে খেলা করে
হেসে খল্ খল্
সেই দুষ্টু মিষ্টি কে
বলো দেখি তাই?
নাম তার আছে দুটো
লিনিয়া ও রাই।

জীবন দর্শন

জীবন মানে কি শুধু
প্রতি পদে সংগ্রাম?
বাধা বিঘ্নের সাথে
লড়ে যাওয়া অবিরাম
অস্তিত্ব রক্ষার
চেষ্টাতে আপ্রাণ
বিক্ষত দেহ-মনে
অবশেষে মহাপ্রয়াণ?
অথবা জীবন মানে
বহু কর্মের স্রোতে
আনন্দে গা ভাসিয়ে
চল তার সাথে সাথে।
আসুক না জীবনে
যত কিছু দুর্যোগ
কঠিন সমস্যা বা
যত কিছু দুর্ভোগ
সাহসের সাথে তার
মোকাবিলা করা চাই
পিছু হটা চলবে না
থামবে না এ লড়াই।
কাজের মাঝেই যদি
জীবনকে বুঝে নাও
মানুষের মঙ্গলে
আনন্দ খুঁজে পাও
বিধাতার আশিস থেকে
হবে না তো বঞ্চিত
এই কথা হৃদয়ে
জেনে রেখ নিশ্চিত।
জীবনকে এই ভাবে
কর যদি উপভোগ
থাকবে না কোন দিকে
কোন কিছু গোলযোগ

২০০০ সাল

দু হাজার সাল
শতাব্দীর আদি না অন্ত?
তাই ঠিক করতেই সকলে প্রাণান্ত।
নানা মুনি নানা মত
মত যাই হোক না
আমরা প্রস্তুত — করতে
শতাব্দী বন্দনা।
বিগত শতাব্দীর
যত গ্লানি, কালিমা
হতাশা, আক্ষেপ,
ক্ষোভ আর বঞ্চনা
পাওয়া. না পাওয়ার যত
হিসাব আর নিকাশের
শোক, তাপ ব্যথা আর
প্রিয়জন বিয়োগের
সব কথা ভুলে মাতি
শতাব্দী বরণে
আর এই প্রার্থনা
করি সংগোপনে
এ শতক হয় যেন
সুসভ্য মানবের
বিনাশ সাধিত হয়
বর্বর দানবের।
বিংশ শতক যেমন
অনেক দিয়েছে
জীবনের ভাল কিছু
কেড়েও নিয়েছে।
দিয়েছে স্বাধীনতা
এগিয়েছে বিজ্ঞান
দুটি বিশ্বযুদ্ধ কেড়েছে
অনেক প্রাণ

কত বিজ্ঞানী, কত জ্ঞানীগুণী লোক
সৃষ্টি করেছে এই বিংশ শতক।
এই শতকেই ফের ধর্মের নামে
বিকেছে মানব প্রাণ
কানাকড়ি দামে।
কত জনপদ ধ্বংস প্রকৃতির রোষে
আবার বিজ্ঞানের কল্যাণ পরশে
হয়েছে সে ধ্বংসের
ক্ষতির পূরণ।
নব নব প্রযুক্তি, শিল্পোন্নয়ন
সাধিত হয়েছে দেশে আনতে প্রগতি।
আবার কত ব্যবসার অগ্রগতি
স্তব্ধ হয়েছে, বন্ধ কল কারখানা।
শত শত বেকারের হৃদয় বেদনা
রূপ পেয়েছে তার আত্ম হননে।
এদিকে কত বিদগ্ধ
লিখনে, মননে
হয়েছেন বিশ্বখ্যাত পেয়ে সম্মান
নোবেল জয়ীর, দেশ হল গরীয়ান।
আলো আর আঁধারের
এই সমাবেশ
এই বিংশ শতকেই দেখেছে
সকল দেশ।
লোভ আর ক্ষমতার কত হানাহানি
পরশ্রী কাতরের কত কানাকানি
বিভেদের জেরে কত
মারা গেছে লোক
সবেরই সাক্ষী আছে
বিংশ শতক।
তাই প্রার্থনা এই
শতকের শেষে

মন্দ লুপ্ত হোক এ দুর্ভাগা দেশে,
একুশ শতক হোক মানবিকতার
সখ্যতা, মৈত্রীর
আর একতার।
খুঁজে পাক জীবনের
যত কিছু ভালো।
আঁধার ঘুচিয়ে দেশে
জ্বেলে দিক আলো।

॥৩॥

শতাব্দীর হাসি

একটা মানুষ
আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন ঘেরা
একটা মানুষ।
আশা — কাকে ঘিরে?
সন্তানকে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে?
ফুঃ, শতাব্দীর হাসি বিদ্রুপের।
আকাঙ্খা — কিসের?
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম?
আবার হাসি শতাব্দীর
ধর্ম. মোক্ষ বাদ
শুধু অর্থ, কাম।
স্বপ্ন -- কাকে নিয়ে?
সংসার, সমাজ, পৃথিবী?
সুন্দর হবে, কলুষমুক্ত হবে,
বাস যোগ্য হবে?
এবার অট্টহাসি শতাব্দীর
হবে -- আরও অসুন্দর,
আরও কলুষিত, বাসের একেবারে অযোগ্য।
কিন্তু — এসব করবে কারা?
কেন মানুষ।
যে মানুষই আবার
স্বপ্ন দেখে, আশা করে
আকাঙ্খাকে রূপ দিতে চায়।
হায় সেলুকাস!
কি বিচিত্র এই
মানুষের মন!

মা চলে গেল

মা চলে গেল
কত স্মৃতি, কত কথা
কত গান, কত গাথা
রেখে গেল পিছনে
বেদনা-দীর্ণ মনের অনুরণনে
অনুভূত হয় প্রতিক্ষণে।
মানুষ মরণশীল — সবাই তা জানে।
তবু, মন কি তা মানে?
বার্দ্ধক্য, জরা গ্রাস করে দেহ
পরনির্ভর, হয়তো বা হয়ে গলগ্রহ
বেঁচে থাকা — তার চেয়ে মরণও যে শ্রেয়।
তবু, প্রাণের চেয়েও যারা প্রিয়
তাদের চলে যাওয়া —
সে যে বড় বেদনার।
শূন্য হয়ে যাওয়া বুকে
ভরা থাকে হাহাকার।
জীবন তো নয় — সে যে ইতিহাস
দুঃখ সাগরে রয়ে যাওয়া এক দীর্ঘশ্বাস
অবিরাম যুদ্ধ, বুকে রক্ত-ক্ষরণ
জীবন-মধ্যাহ্নে প্রদীপ্ত সূর্য যখন
হল অস্তমিত। টাল মাটাল
জীবন-তরণী বুঝি হয় বেসামাল।
চারটি বোঝা —
নিয়ে ভাঙা দেহ, মন
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অবিরাম সন্তরণ।
ধনীর দুলালী — তবুও মধ্যবিত্ত জীবন
মানিয়ে চলা, সন্তান প্রতিপালন।
তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া
এই যে জীবন
তারই মাঝে চলে কাব্য-অনুশীলন।
প্রাত্যহিক কাজের ভার,

শরীর ক্লান্ত
সংসারের রসদ যোগাতে প্রাণান্ত
তারই মাঝে ফুটে ওঠে
কবিতা-কুসুম
ধরা পড়ে লেখনীতে
হয়ে অনুপম
ভাব-বৈচিত্র্যের বিবিধ ভান্ডার
পরিপূর্ণ করে তোলে
কাব্য-সম্ভার।
কি তীক্ষ্ণ মনন, কি বৈচিত্র্য ভাবনার
ভাবলে মনে জাগে বিস্ময়-অপার।
সুযোগ ছিল না তথাকথিত শিক্ষার
করতে হয়েছে আপোষ রক্ষণশীলতার
সঙ্গে। তবু নিভৃত গৃহ কোণে
সমৃদ্ধ হয় মন নানাবিধ গুণে।
রন্ধন, সূচীশিল্প,
অতিথি আপ্যায়ন,
গুরুজনদের প্রতি কর্তব্য পালন,
স্নেহ ভাজনের প্রতি স্নেহ বিতরণ
রোগীর সেবার কাজে
ঢালা প্রাণ-মন —
এই আমার মা —
অশেষ গুণের আধার
চলে গেছে চারদিক করে অন্ধকার
আমি এক অযোগ্যা কন্যা তাঁহার।

॥৩॥

স্মৃতি ভারে

আকাশ কাল করে এল
আকুল করা বৃষ্টি
মন পবনের নাও বলে
আজ একি অনাসৃষ্টি।

মনে চলে যায় কোন সুদূরে
শাসন নাহি মানে
ছোট বেলার দিনগুলি সব
চোখের সামনে আনে।

মনে পড়ে বেলফুলদের
মস্ত মামার বাড়ী
বিকেল বেলা সবাই মিলে
সেথায় হুড়োহুড়ি
'বালিকা বিদ্যালয়ে' হল
বিদ্যাশিক্ষা শুরু
বড়, মেজ আর ছোট দিদিমণি
ছিলেন আমার গুরু।

মনে পড়ে শীতের ভোরে
কোচিং ক্লাসে যাওয়া
(সেথায়) চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে
সবাই মিলে খাওয়া।

যাবার সময় ডেকে নিতাম
বন্ধু 'মিতা' কে
আমাদের বাড়ীর একেবারে
সামনেই সে থাকে।

বৃত্তি পরীক্ষার আমরা
ছাত্রী ছিলাম সবাই
বড় দিদিমণির স্নেহের কথা
ভুলব না তো তাই।

ক্ষিধের মুখে মুড়ি দিতেন
অমৃত সমান
পড়ানোতেও ছিলেন তিনি
সমান যত্নবান।

'সাবিত্রী', 'দিবা', 'সুধা'
বন্ধু ছিল কত
সকলের মুখ আর
মনে পড়ে না তো।

স্মৃতির ভারে আজ
ভারাক্রান্ত মন
ঝোড়ো বাতাসে উধাও
হয়েছে কখন।

স্মৃতির সূত্রে শুধু
ফিরে ফিরে আসে
চাঁপা, বেল, শিউলির
মিষ্টি সুবাসে।

বাড়ীর মধ্যে মাঠে
'ব্যাডমিন্টন' খেলা
রেওয়াজ করতে বসা
রোজ সন্ধ্যাবেলা
পড়তে বসা ছাদে
মাদুর পেতে
হ্যারিকেন মাঝখানে
চারজনেতে।

চারজনে একসাথে
পড়তে থাকি
অসুবিধা কিছু তাতে
হতো না কি?

হলেও, পড়া যার যার
করে ঠিক মত
পরীক্ষায় 'প্লেস' পেতে
বাধা ছিল না তো।

পড়াশুনা, আবৃত্তি
আর নাটকেতে
ভাল লাগত প্রতিবার
পুরস্কার পেতে।

জীবনের এই প্রান্তে বসে
তাই তো ভাবি আমি
শৈশবের সে দিনগুলি (ছিল)
হিরের মত দামী।

॥৩॥

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর

স্বাধীনতার পরে হল
পঞ্চাশ বছর পার
সময় হল চাওয়া পাওয়ার
হিসাব মেলাবার।

চেয়েছিলাম স্বাধীনতা
অধীনতা থেকে
মুক্ত হতে পেরেছি কি?
মন প্রশ্ন যায় রেখে।

জনগণের শাসন হল
শোষণ মুক্ত দেশ
ভাবতেই বেশ ভাল লাগে
(জাগে) আনন্দ আবেশ।

নিঃশঙ্ক চলাফেরা
চিন্তা বাধাহীন
ভাব প্রকাশে নেই কো বাধা
আমরা যে স্বাধীন।

জন প্রতিনিধি দেশ
করেন চালনা
ঠিক মতো সব হবে এবার
নেই কোন ভাবনা।

(তবু) মাঝে মাঝে কেমন যেন
তাল কেটে যায়
মনে জাগে ভয়, ভীতি
নানা সংশয়।

আগে ছিল বিদেশীরা
শোষণ যন্ত্র হাতে
এখন আছেন স্বদেশ নেতা
অভয় মন্ত্র সাথে।

তবু যেন পাওয়া যায়
শোষণ শোষণ গন্ধ
দুর্মুখদের রটনা কি এ
মনে জাগে সন্দ।

বিদেশীরা করত যে পার
সম্পদ যত আছে
এখন স্বদেশী নেতারাও যেন
চলেছেন পাছে পাছে?

বফর্স, শেয়ার, পশুখাদ্য
আর যত কেলেঙ্কারী
তার সাথে সব দেশ নেতাদের
দোস্তি আছে ভারী।

দেশজননীর সেবার নামে
চলছে যে রমরমা
কালো টাকা পাহাড় হয়ে
হচ্ছে ব্যাঙ্কে জমা।

গরীব হচ্ছে আরও গরীব
ধনী আরও ধনী
(তবু) দেশ নেতাদের নাইকো চেতন
তাঁরা যে মাথার মণি।

স্বাধীনতার পঞ্চাশে দেশ
মাতবে যে উৎসবে
নানারকম অনুষ্ঠানের
কর্মসূচী হবে।

শুধু হবে না চিন্তা করার
সেই অবকাশ
কলুষ-লিপ্ত এই
দেশের বাতাস
মুক্ত উদার হবে
কেমন করে,
শ্বাস নেবে দেশবাসী
প্রাণটি ভরে,
জাগবে আবার ভারত
নতুন করে।

শিল্পে, বিজ্ঞানে
আর প্রগতিতে
উন্নত দেশগুলির
সমগতিতে
কলঙ্ক, অপযশ
সব মুছে ফেলে
এগিয়ে চলবে দেশ
বাধা অবহেলে।

॥৩॥

মা ও সন্তান

বয়সই যে বাড়ে শুধু
বড় হয় কৈ?
মাকে চাই সারাখন
না হলে হৈ চৈ।
শৈশব কাটে তার
কোলে শুয়ে মা'র
চোখের আড়াল হলেই
দেখে অন্ধকার
ছোট দুটো মুঠি তুলে
কাঁদে ওমা ওমা
মায়ার যে নেই তার
সীমা পরিসীমা।
নাড়ী ছেঁড়া ধন সে যে
প্রাণেরও প্রিয়
স্নেহ সমুদ্র ছেঁচে
আনে অমিয়
তাকে ঘিরে ব্যস্ততা
সারাটা সময়
চব্বিশ ঘন্টা
পলকে শেষ হয়।
বড় হলেও আছে কি
মায়ের নিস্তার
এটা দাও সেটা কর
নানা আবদার।
এত ব্যস্ততা তবু
তাও যে মধুর
এটির অভাবে যে
সংসার বিধুর।

রেটিনা ডিট্যাচ্‌মেন্ট

প্রচণ্ড ব্যস্ততা
সামনেই ফাংশান
চলছে মহড়া
অভিনয়, নাচ, গান
স্ক্রিপ্ট লেখা
প্রাইজের হিসাব নিকাশ
নিঃশ্বাস নেবারও যেন
নেই কোন অবকাশ।
এরই মাঝে
চোখ করে কেন গোলমাল
সমগ্র অনুষ্ঠান
হবে নাকি বেসামাল?
চেপে চুপে থাকি তাই
শুধু খুঁজি ফাঁক তার
সব কিছু মিটলেই
দেখাব ডাক্তার।
আমরা কি-ই বা জানি
ভাবলাম হয়তো বা ছানি
এ বয়সে তা হতেই পারে
দেখি কি বলে ডাক্তারে।
দুরু দুরু বুকের প্রতীক্ষা
শেষ হল ডাক্তারি সমীক্ষা
অবশেষে এল সেই মোমেন্ট্
ডাক্তার বললেন —
রেটিনা ডিট্যাচ্‌মেন্ট।
এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
কোথাও তো লাগেনি আঘাত
মাথায়, চোখে কিংবা ঘাড়ে
তবে কি করে তা হতে পারে?
ডাক্তার বললেন কেমিক্যাল রিঞ্যাক্‌শন্
চাই — ইমিডিয়েট্ অপারেশান্।

শুরু হল ছুটো ছুটি
উদ্বেগ, হুড়োহুড়ি
স্যুটেব্‌ল্‌ সার্জেন চাই
যত তাড়াতাড়ি
এক সহৃদয় বন্ধু
দিলেন সন্ধান
যাঁরা করেন মূলতঃ
রেটিনা অপারেশান্‌।
তাঁদের সঙ্গে হল
এ্যাপয়েন্টমেন্ট।
যেতে হবে নার্সিং হোম —
হেল্‌থ্‌ পয়েন্ট।
দীর্ঘ অপারেশন্‌
সাত ঘন্টা ধরে
উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা
আকুলতা ভরে
যত হৃদয় ছিল
আশংকা ব্যাকুল
শুনে নিশ্চিন্ত,
অপারেশন্‌ সাকসেস্‌ফুল।

॥৩॥

বেলফুল (আমার বন্ধু)

আকুল করা গন্ধ ভরা
ছোট্ট সাদা কি সে ফুল?
অলক মাঝে শোভন সাজে
সে যে আমার বেলফুল।
ছোট্ট বেলার বন্ধু সে যে
ভোলা কি যায় তাকে?
মনের মাঝে আসন পেতে
সদাই বসে থাকে।
স্মৃতির পাতার ভাঁজে ভাঁজে
আবেগ নিয়ে আসে।
গল্পে কথায় মনকে মাতায়
হাসায়, নিজে হাসে।
মনটি তাহার সহজ সরল
সদাই হাস্যমুখী
সবার সুখেই আনন্দ তার
তাই তো সে আজ সুখী।
বন্ধু তোমার সুখটি যেন
অটুট থাকে ভাই
এই কামনা নিয়ে আমার
কলম থামাই।

॥৩॥

১লা বৈশাখ

১লা বৈশাখ —
বাঙালীর জীবনের উৎসব
১লা বৈশাখ —
বাঙালীর জীবনের অনুভব।
বাংলার চেতনাকে, বাঙালীর ভাবনাকে
সে যে এক প্রকাশের অবকাশ
মন ভরা অবসাদ সবকিছু দিয়ে বাদ
করো শুধু প্রাণ ভরে উল্লাস।
সারা বছরের যত গ্লানি আছে জমা করা
সব কিছু ফেলে দাও নিমেষে
ভুলে যাও শোক তাপ ব্যথা যত জীবনের
একদিন প্রাণ ভরে হেসে।
এদিনের সঞ্চয় জেনে রেখো অমূল্য
ভেব নাকো বৃথা গেল এ সময়
সমস্যা জর জর মানুষের জীবনে
হাসি আজ আর তত সুলভ নয়।
একটি দিনের বাঁধ ভাঙা জীবনোচ্ছাস
সারা বছরের হবে প্রেরণা
জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত দেহ মন
এর চিন্তায় পাবে সান্ত্বনা।
দিনে দিনে বাড়বে আগ্রহ
অধীর প্রতীক্ষা শুরু হবে
নিয়ে হাসি, গান আর আনন্দ
১লা বৈশাখ আসবে কবে?

স্বাগত নববর্ষ

ধুয়ে যাবে যত পুরোনো মলিন
নব আলোকের স্নানে
পুষ্পিত যত মুকুলেরা খুঁজে
পাবে জীবনের মানে।
জীর্ণ পত্র মোচন অন্তে
দেখা দেবে নবপত্রিকা
বৃন্তে বৃন্তে কুসুমিত হবে
শিমূল, পলাশ, মল্লিকা।
হতাশা-দীর্ণ মনের আকাশ
ভরে যাবে নব আশ্বাসে
নতুন সনকে স্বাগত জানাই
হৃদয়ের এই বিশ্বাসে।

॥৩॥

শিক্ষক দিবসে

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলুক নিরন্তর
তোমাদের মিলিত প্রয়াসে
আশিস সাথে শুভকামনা থাকুক
আজি এই শিক্ষক দিবসে।
সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি
বালী মডেল কিন্ডার গার্টেন
ও
উত্তরপাড়া মডেল স্কুল

দিদিভাই

শুভ জন্মদিন

বৃষ্টি মুখরিত
　　আষাঢ় মাসে
জন্মদিনটি তার
　　পায়ে পায়ে আসে।
বর্ষণ মন্দ্রিত
　　সাঁঝ না সকাল
কখন জন্মেছিলে
　　তুমি, শৈবাল?
টুকটুকে রং নিয়ে
　　ফুট ফুটে ছেলে
মায়ের কোলটি তুমি
　　আলো করে এলে
মন্থন করে এলে
　　স্নেহের খনি
মায়ের যে তুমি
　　সবে ধন নীলমণি।
সযত্ন দৃষ্টি তাই
　　শৈশব থেকে
শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরা
　　'কনভেন্টে' রেখে
বদলীর চাকুরীতে
　　অসুবিধা কত
পড়াশুনা হয়তো
　　হবে না ঠিক মত।
তাই মনের কষ্ট
　　মন থেকে দূর করি
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে
　　হয়নি কো দেরী।

উচ্চশিক্ষা নিতে
কলকাতা এলে
যাদবপুরে এসে
ভর্ত্তি হলে
B.E. পাশ করলে
সেখান থেকে
তার পর M.B.A.।
দিকে দিকে
ডাক পড়ে চাকুরীতে
'জয়েন' করার
বেশি না ঘোরাঘুরি
করে বার বার
সরাসরি যোগ দিলে
তুমি 'Price' এ।
বছর না ঘুরতেই
হয়ে গেল বিয়ে।
কত খোঁজাখুঁজি মেয়ে
পাড়া বেপাড়ায়
শেষে মেয়ে পাওয়া গেল
উত্তর পাড়ায়।
সুখে থেকো দোঁহে মিলে
এই মোরা চাই
এই কামনার শেষে
কলম থামাই।

॥৩॥

শুভ জন্মদিন

মাঘ মাসের শ্রী পঞ্চমী
জন্মে ছিলে বৌদিমণি
এমন দিনে জনম তোমার
তাই তো তুমি বীণাপানি।
ছয়টি বোনের সবার ছোট
বড়ই আদর তাইতে জানি
কেটেছে দিন আয়াস করে
সোফায় তুলে পা দুখানি।
বিয়ের পরে যখন এলে
তোমার নিজের শ্বশুর ঘরে
শাশুড়ী-মা আদর করে
যখন নিলেন বরণ ক'রে
মেয়ের চেয়েও বেশি করে
জুড়লে তাঁহার হৃদয়খানি
অসীম স্নেহের খোঁজটি পেলে
ধন্য তোমার ভাগ্য মানি।
শিবের মতন স্বামী তোমার
অপার স্নেহ তোমার পরে
জীবনের যত ঘাত প্রতিঘাত
সবই আসে তাঁর উপরে।
আগলে রাখেন সকল আঘাত
পাওনা তুমি কিছুই টের
এমন জীবন কল্পনা শুধু
মধ্যবিত্ত একটি মেয়ের।
এমন সুখেই কাটুক তোমার
জীবনটি ভাই বৌদি আমার
বিধাতার কাছে এর চেয়ে বেশি
আর তো কিছুই নাই চাইবার।

শুভ জন্মদিন

অঘ্রানের বাইশেতে
জন্মাল যে ছেলে
ছোট্ট বলে তোমরা তাকে
ভেব না এলে বেলে
প্রলয় নাচের দেবের নামে
তার যে নামটি
ঠিক ধরেছ, সেই যে তিনি
ধ্যানে মগ্ন ধূর্জটী।
ছোট থেকেই সব রকমের
খেলাধূলায় দড়
মুস্কিল এই — পড়াশুনায়
মন বসে না বড়।
তাই বলে ভেবনা যেন
বুদ্ধি কিছু কম
বুদ্ধির খেলাতেই
হয় সে প্রথম।
টেবিল-টেনিস, তাস
আর যে কেরম
এই তিন খেলাতেই
আছে টপ্ ফরম্।
প্রতিযোগী হলে এই
তিনটি খেলার
প্রথম পুরস্কারটি
বাঁধা আছে তার।
জমিয়ে আড্ডা মারা
তার যে স্বভাব
কথায় মজার তার
নেই কো অভাব।

মিশুক সে, তাই প্রিয়
সবার কাছে,
সব বয়সের তাই বন্ধু আছে।
হাসিয়ে, হেসে আর
আনন্দ করে
চলে যেন জীবনের
পথটি ধরে।
জীবন-পথের সব
কাটিয়ে বাধা
সুখী যেন হয়
মোর ছোট দাদা।

॥৩॥

৯ই শ্রাবণ রাতে সে প্রথম
ডেকেছিল ওমা ওমা
ফুটফুটে এক ছোট্ট মেয়ে
নামটি যে তার সোমা।
ছটফটে সে দুষ্টু ভারি
তবুও সে যে মিষ্টি
সবার যে সে আদর কুড়ায়
সবার তার উপরেই দৃষ্টি
গল্প ব'লে হাস্য রোলে
আসর যে সে মাতায়
পড়ার চেয়েও বেশি মনোযোগ
গল্প বই এর পাতায়।
গানের গলা মিষ্টি ভারী
হাতও আছে আঁকায়
পুরস্কারও পেয়েছে অনেক
সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়।
রেডিও শুনে টি.ভি. দেখে
সময় কাটায় হর্ষে
পরীক্ষার সময় চোখে
দেখে যে ফুল সর্ষে।
(তবু) বুদ্ধিমতী বলে যে সে
অবহেলায়
পরীক্ষা-সমুদ্র সব
পার হয়ে যায়।
যখন সে সসম্মানে
পাশ করল বি.এ.
সোমনাথের সঙ্গে তখন
হল যে তার বিয়ে।
বর্তমানে যুক্ত আছে
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ইতিহাসে এম.এ
তবু ছাত্ররা কি মানে?

শুভ জন্মদিন

আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে জন্মেছিল কে
তুমি জান কি?
আমি জানি সে যে কে
টুকটুকে ছেলে সে
নাম তার? নাম তার পিনাকি।
সবারে সে ভালবাসে
কাজ করে হেসে হেসে
বড়দের দেয় সে যে মান
সবায়ের বড় তাই
সব দিক দেখা চাই
ছোট থেকে আছে সেই জ্ঞান।
পিতা নাই শৈশবে
কাটে নাই বৈভবে
কেটেছে কষ্টে দিন তার
শত অভাবের মাঝে
পড়াশুনা করে সাঁঝে
দিন কাটে অফিসে তাহার।
সমস্যা পীড়িত পথ
চালিয়ে জীবন রথ
পেরিয়ে সহস্র শত বাধা
হয়েছে সফল কাম
রেখেছে পিতার নাম
সে যে আমাদের প্রিয় দাদা।

শুভ জন্মদিন

১৬ই বৈশাখ নিয়ে এল
কার জন্মের শুভ বারতা ?
ধবধবে এক তন্বী মেয়ের
নাম — সুচরিতা।
ধীর স্থির সে শান্ত বড়
নম্র যে তার স্বভাব
সব কাজেতেই মনযোগের
হয়নি কভু অভাব।
লেখাপড়া ও খেলাধূলা
সবেতেই সে'দড়
শিক্ষক ও বন্ধুদের
তাই সে প্রিয় বড়।
অল্প কথার মানুষ
কিন্তু কথা বলে যখন
তার কথাই মানতে হবে
বাতিল অন্য কথন।
অন্যারা সব বোকা
কেবল তার কথাতেই বুদ্ধি ?
বিজ্ঞানের ছাত্রী বলে
তাই কি এসব যুক্তি ?
বি.এস.সি. তে প্রথম শ্রেণী
বিষয় ছিল ফিজিক্স
এম.এস.সি সে পড়ছে এখন
বিষয় — ইলেকট্রনিক্স।
সামনে যে তার পরীক্ষা
তাই দুশ্চিন্তায় আছে
ফল যেন তার ভাল হয়
এই প্রার্থনা তাঁর কাছে।
ঈশ্বর বুঝি কানটি পেতে
শুনেছেন তার প্রার্থনা
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে
পুরল মনের বাসনা।

শুভ জন্মদিন

ষাট সালে অঘ্রানের এল
কুয়াশা ঘেরা রাত
জন্মাল এক ছোট্ট ছেলে
নামটি যে সোমনাথ।
কাঁচ কাঁচ রঙ কোঁকড়ান চুল
কেষ্ট ঠাকুর যেন
বিনয়-গীতার সন্তান সে
এই কথাটি জেন।
উপরে তার তিনটি দিদি
সবার ছোট যে সে
একটি মাত্র ভাইকে তারা
বিষম ভালবাসে।
লেখাপড়ায় নিশ্চয় সে
ভাল ছিল ভীষণ
তাই তো তাকে 'সিলেক্ট' করল
রামকৃষ্ণ মিশন।
একাধিক লেটার নিয়ে
পাশ করে H.S.
এখানেই ভেবনা তার
মেধার হল শেষ।
মুখোমুখি হল সে
জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার
হেলায় সে কঠিন বাধা
করল যে ভাই পার।
পড়তে গেল দুর্গাপুরে
কলেজটি যে R.E.
সেখান থেকে সসম্মানে
পাশ করল B.E.
মনের মতন বাড়ী করেছে
উত্তর পাড়ায়।

তবু ফ্ল্যাটই পছন্দ
কলকাতার 'পশ' এলাকায়
যুগের সঙ্গে তাল রেখে তার
ব্যবসাটা যে নেশা
যদিও কর্মজীবিকা হিসাবে
চাকরীই তার পেশা।
রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা এক
কর্মক্ষেত্র তার
সেখানে তার 'ডেজিগনেশন'
ডেপুটি ম্যানেজার।
জীবিকার সাথে সঙ্গতি রেখে
বাড়াতে জীবন মান
বিজ্ঞাপনে করে সে এক
গাড়ীর সন্ধান।
(শেষে) ফিয়াট কিনে আনল ঘরে
পূরল মনের সাধ
গাড়ী-বিহীন ইঞ্জিনিয়ার —
খুচল অপবাদ।

॥৩॥

শুভ জন্মদিন

হয়না সে যে সুখী
যার জন্ম যে কার্ত্তিকে
এমন কথা চলতি আছে
বলে যে সব লোকে।
আমার জন্ম সে কার্ত্তিকেই
কিন্তু আমি সুখী
আসল কথা সুখ যে মনে
মানুষ মিথ্যে দুখে দুখী।
অল্প পেলেই তুষ্ট যে
তার সুখ যায় কি কাড়া
সুখের পিছে ছুটে মানুষ
কেবল দিশাহারা।
ছোটবেলায় হয়ত আমার
কষ্টে কেটেছে দিন
কেন না শৈশবেই আমি
ছিলাম পিতৃহীন।
কিন্তু সে কষ্ট কোনদিনই
করিনি অনুভব
ছোট ছিলাম বলেই হয়তো
ঢাকা থাকত সব।
হয়তো আমার সব ইচ্ছা
যায়নি করা পূরণ
(কিন্তু) লেখাপড়া ও গানবাজনা
করেছি সবার মতন।
কিন্তু তাহে ক্ষোভ কিছুই নাই
নাই কো অভিযোগ
পৃথিবীতে কজনই পায়
এটুকু সুযোগ ?
গোঁড়া পরিবারের এই
আমি প্রথম মেয়ে
পড়াশুনা করতে গেছি
কলকাতাতে গিয়ে।

প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত
কলেজ যে সব নামী
পড়তে পেলাম সেইখানেতে
ভাগ্যবতী আমি।
ভাগে ছিল তাইতো আমি
পাশ করলাম এম.এ
অবশ্য তার আগেই আমার
হয়ে গেছে বিয়ে।
বাচ্ছাদের এক স্কুলের সাথে
যুক্ত হলাম যখন
আমার কোলে বাপ্পা সোনা
ছোট্ট একটু তখন।
তারপরেতে টুটুবাবু
যখন কোলে এল
উত্তর পাড়ায় আমাদের
নিজের বাড়ী হল।
(আমার) স্বামীব প্রতিষ্ঠিত স্কুলে
আমিই যে প্রধান
দায়িত্ব, আনন্দ মিশে
স্কুলটি আমার প্রাণ।
এখন আমি সব বাচ্চার
হই যে দিদিভাই
মনটা ভরে আনন্দেতে
যখন স্কুলে যাই।

॥৩॥

শুভ জন্মদিন

২৫ শে বৈশাখে কার জন্ম
সব্বাই তা জানে
'বিশ্বকবি', 'কবিগুরু' বলে
সবাই যাঁকে মানে।
আর এক জন্মদিনও আসে
২৫ শে বৈশাখ এলে
'স্যার' বলে যাঁর পরিচিতি
তামাম ছাত্রমহলে।
স্কুলের ছাত্র, কলেজ-ছাত্র
'স্যার' যে তিনি সবার
নামটা এখনও গেলনা বোঝা
ডি. এল. সরকার।
রাসভারী বড়, গম্ভীর তিনি
ভয় যে পায় সবাই
তবুও অভাব অভিযোগ সব
তাঁকেই জানান চাই।
কেন না সবাই জেনেছে যে তাঁর
আসল মনের ভাব
ওপর কঠিন, ভেতরে তো নাই
সহানুভূতির অভাব।
সবার বিপদে দাঁড়ান যে পাশে
ঝামেলা সহস্র শত
ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে
মেটান সাধ্যমত।
বিশ বছরের অধ্যাপনার
অভিজ্ঞতা নিয়ে
অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন তিনি
বেলঘরিয়ায় গিয়ে।
সেখায় আছে কলেজ যে এক
নামটি যেন কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পড়ছে মনে
ভৈরব গাঙ্গুলী।
দীর্ঘদিনের অবহেলার
সাক্ষ্য বুকে রেখে
দাঁড়িয়েছিল কলেজটি তার
মুখখানিকে ঢেকে
পরিচিতি বিশেষ তো তার
ছিল না তো তখন
'প্রিন্সিপ্যাল' হিসাবে তিনি
'জয়েন' করলেন যখন।
কঠোর পরিশ্রম আর
অধ্যাবসায় দিয়ে
সাহস ভরা বুক আর
দৃঢ় মনোবল নিয়ে
সমস্যা যতেক ছিল
সকলই তাহার
দীর্ঘ পরিশ্রমে তার
করলেন প্রতিকার।
বিনিময়ে তার তিনি
পেলেন পুরস্কার
'নেতৃত্ব' সকল লোকে
মেনে নিল তাঁর।
কলেজ ছাড়াও আরও
যত প্রতিষ্ঠান
একবাক্যে মেনে নিল
তাঁর এই অবদান।
রামকৃষ্ণ মিশনের
তিনি যে সন্তান
বিবেকানন্দের আদর্শই
তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

সেই আদর্শেরই
অনুপ্রেরণায়
কর্মের মাধ্যমে
তাঁর দিন যায়।
বাঁচলে বাঁচতে হবে
মানুষের মত
কর্মই তাই তাঁর
জীবনের ব্রত।
সেই কর্মকান্ডেব
আর এক ফসল
তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল
হয়েছে সফল
দিয়ে তার সেবা আর
বহুমুখী কাজ
এলাকার মানুষের
গর্ব সে আজ।

॥৩॥

বিবাহের পঁচিশ বছর

(সমর ও অনসূয়া)

হিসাব মেলাতে যদি মন চায়
পঁচিশ বছর পরে
জমা খরচের অঙ্ক কষতে
মনটা যে যায় ভরে।
বিবাহের আগে ভয়ে সংশয়ে
ভরে থাকে মনটি
কেমন হবেন অজানা অদেখা
সেই স্বামী দেবতাটি?
পরিবারের অন্য সবাই
হবেন কেমন তর?
এ সব ভেবেই মনটা যেন
ভয়েই জড় সড়।
পরিবারটি বড়, মন
তাই কি ভয়ে ভীত?
সবার সাথে 'এডজাস্টমেন্ট'
সম্ভর হবে তো?
স্বামীটি তো অধ্যাপক
বিষয় জিওগ্রাফি
ম্যাপের গোলক ধাঁধায় মন
খাচ্ছে না তো খাবি?
'কেমিষ্ট্রি' আর 'জিওগ্রাফি'
বিষয় দুটিই নীরস
জীবন-স্রোতে দেবে কি সে
অমৃতের পরশ?
পঁচিশ বছর পরে এ সব
ভাবতে বসে দেখি
দুটি হাতের অঞ্জলিতে
ভরে আছে এ কি?

সততা, পরিশ্রম আর
নিষ্ঠা দিয়ে গড়া
সুখের সংসার এক
সাফল্য দিয়ে ভরা।
(থাক) সাফল্য, সৌভাগ্য, সুখ
তোমাদের ঘিরি
আজ শুভদিনে এই
প্রার্থনা করি।

॥৩॥

পঁচিশ বছর পর
(বিবাহের)

সমস্যা-সঙ্কুল
জীবনের পথে
কেউ যায় পায়ে হেঁটে
কেউ যায় রথে।
কারো পথে থাকে শুধু
ফুল ছড়িয়ে
কারো পদ বিক্ষত
কাঁটা মাড়িয়ে।
এ সব মাঝেও হয়
স্বপ্ন বোনা
সুদিনের প্রতীক্ষায়
দিনটি গোনা।
জীবন-সাথীটি নিয়ে
সংসার সাজানো
সুখে দুঃখে মিশিয়ে
দিনগুলি কাটানো।
সন্তান পালনেব
ব্যস্ততা সারাক্ষণ
তাদের ঘিরেই সদা
মন থাকে উন্মন।
লেখাপড়া, নাচ, গান
সবকিছু শেখা তাই
যুগের উপযোগী
Carrer হওয়া চাই।

এত সব সামলে
কেটে গেল কতদিন
হিসেব করতে গিয়ে
হতে হয় হিমসিম
সপ্তপদীর পর
দ্বিরাগমন
শুরু সংসার চক্রে
আবর্তন
কখনও জয়ের হাসি
তবু পরাজয়
বেড়ে ওঠে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।
আশা নিরাশার পথে
এই যে সফর
পায়ে পায়ে পার হল
পঁচিশ বছর।

॥৩॥

কর্মজীবনের অবসরক্ষণ

বিদায় সম্বর্ধনা

পৃথিবী আবর্তিত হয়
নিজ কক্ষপথে
জীবনের আবর্তন
কর্ম জগতে।
পৃথিবীর আবর্তনের
নেই সমাপন
কর্ম জগতে আছে
বিদায়ের ক্ষণ।
কালেব নিয়মে সেই
ক্ষণ যবে আসে
বিদায় নিতেই হয়
তাকে ভালবেসে
দীর্ঘ সময়ের সেই
কর্ম জীবন
কত কথা, কত স্মৃতি
ভরে থাকে মন।
বাকি জীবনের সে যে
হয় সঞ্চয়
অমূল্য অভিজ্ঞতা
যার নাই ক্ষয়।
মন যদি ভার হয়
চক্ষু সজল
তবু সেই পথ যেন
না করি পিছল।

কর্মজীবনের অবসরক্ষণে

ধব ধরে সাদা শাড়ী
টিপ্ টপ্ ড্রেস
হাঁটা, চলা, কথা —
নেই জড়তার লেশ।
ছুটে ছুটে কাজ করা
সারা দিনেরাতে
বিশ্রাম নেই কোন
গায়ে, পায়ে, হাতে।
অবসর এসে এসে
চলে যায় শেষে
অবকাশহীনার কাছে
বাধা পেয়ে, হেসে।
সময় যে ছুটে চলে
বয়সের পাছে
তবু অবসর প্রয়োজন
নেই তার কাছে।
কাজ তার ধ্যানজ্ঞান
কাজ প্রিয়তম
কর্মহীন জীবন যেন
মরুভূমি সম।
জীবিকা হিসাবে নিয়ে
শিক্ষিকা জীবন
আনন্দ সাথে দায়
করেছে বহন।
মডেলের সাথে তার
নাড়ীর বন্ধন
তাকে ছেড়ে যেতে হবে
চায় কি তা মন?

তবু ছেড়ে যেতে হয়
নিয়ম যে এই
ধরে রাখা যায় না
কোন কিছুতেই।
এই কামনা তাই
বিদায়ের ক্ষণে।
সুস্থ থাকুন তিনি
দীর্ঘ জীবনে।

॥৩॥

শ্রদ্ধাঞ্জলী

জীবনের পথে আছে
নানা ওঠাপড়া
তার মাঝেই হয়
সংসার গড়া
ঘাত প্রতিঘাতে ভরা
এই যে জীবন
অবিরাম যুদ্ধে
বিক্ষত মন
দিবসের শেষে এসে
ক্লান্ত দেহে
বিশ্রাম যাচে তার
ছোট্ট গেহে
দারা-পুত্র-কলত্র
নিয়ে সংসার
সুখে দুখে হয়ে গেল
পঞ্চাশ পার
আরও বহুবার আসুক
এই শুভক্ষণ
এই প্রার্থনা মাগে
যত প্রিয়জন।

দিয়া

মোদের ঘরে এলে তুমি
জ্বালিয়ে খুশির 'দিয়া' (দীপ)
ভালবাসায় ভরিয়ে তোল
সর্বজনের হিয়া (হৃদয়)।

॥৩॥

সুদক্ষিণা

তুমি যে গো স্বর্গের
পারিজাত ফুল
উপমাহীনা যে তুমি
ভুবনে অতুল
স্নেহের খনিটি হয়ে
এলে তুমি 'স্নেহা'।
অমৃত নিয়ে এলে
সাগর মথিয়া
জুড়ে এলে মার কোল
ভরে দিলে হিয়া
খুশির আলোটি জ্বেলে
এলে তুমি 'দিয়া'।
হৃদয় সিংহাসনের
তুমি হলে 'রানি'
ইন্দ্রলোক হতে এলে
তুমি 'ইন্দ্রানী'।
তুলতুলে হাতে পায়ে
যেন এক 'গুড়িয়া'
মুখের হাসিতে মধু

পড়ে যেন ঝরিয়া।
(টুক টুকে) ঠোঁটে
ওঁয়া ওঁয়া কাঁদে 'মুন্না'
মায়ের আদরে তার
থেমে যায় কান্না।
এতদিন গৃহ্ ছিল যে আঁধার,
শূন্য তুমি বিনা
বিধাতার সেরা দাক্ষিণ্য তুমি
তুমি যে 'সুদক্ষিণা'।

॥৬॥

অন্নপ্রাশন

খুশির খবর নিয়ে এল
রঙীন চিঠি হাতে
বল দেখি কোন সে খবর
লেখা আছে তাতে?
পারলে না তো? বলছি আমি
তোমরা সবাই শোন
একটু বড় হয়েছি যে,
তাতো তোমরা জান।
তাইতো 'সেরেল্যাকে'র সাথে
'ভাত' ও খেতে চাই
সেই খুশিরই খবর আছে
খুলে দেখ তাই।
মা-বাবা আমার জেনো
সংযুক্তা-সোমনাথ
পনেরই ফেব্রুয়ারী
খাব আমি ভাত।
সেদিন 'বসুন্ধরা'য় আমি
আমন্ত্রণ জানাই
আশিস সাথে নিয়ে সেথায়
সবার আসা চাই।

সুদক্ষিণা

দিয়ার প্রথম বছর জন্মদিনে

ভালবাসায় ভরিয়ে একটি বছর
করলে পার
এমন শুভদিনটি যেন
আসে বারং বার।
এই কামনা জানাই আজি
বিধির চরণে
সুস্থ থেকো, সুখে থেকো
দীর্ঘ জীবনে।

নাম যার দিয়া

সংসার সমুদ্রের বহমান স্রোতে
ভাসতে ভাসতে কভু ডুবতে ডুবতে
মাথা তুলে ওঠা। সমস্যা জর্জর
চিত্ত, বিধ্বস্ত মন — চাকুরী নির্ভর
জীবনের ব্যস্ততা নানা
তারি মাঝে ছোট এক আলোর
ঠিকানা।
সংসার-রাজনীতি বুঝি নাই বুঝি
ডুবতেই হবে সেই পঙ্কিলতায়
পালাবার পথ চেয়ে মুক্তি খুঁজি
শ্বাস রোধকারী এক আকুলতায়
সন্দেহ, বিদ্বেষ, কুটিলতা
ঈর্ষা-জর্জর মনের সংকীর্ণতা
বিশ্বাসের ভিত করে দেয় ছারখার
শ্রদ্ধার, স্নেহের পাত্র করে চুরমার
মূল্যবোধের ফুটো নৌকা বেয়ে
কর্দমাক্ত জল আসে যে ধেয়ে।

শেষ করে দেয় সব সাজান সংসার
টুকরো টুকরো করে যৌথ পরিবার।
হতাশার অন্ধকারে ভারাক্রান্ত মন
এই সব চিন্তা করে যখন
ছোট্ট একটি আলো মন ভরে দেয়
ক্রমশ সে বড় হয়ে দীপ্তি ছড়ায়।
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল সম
সৌরভে ভরে দেয় চিত্ত মম
ভুলে যাই জীবনের যত জটিলতা
সংসার, সমাজের নানা আবিলতা
ছোট ছোট পা দুখানি ভরে থাকে হিয়া
ধূপের সুগন্ধ সে — নাম যার 'দিয়া'।

॥৬॥

For My Wonderful Mother

With patience you tackle
my problems
wiping away my worries
with a smile
you are there whenever
needed
in the times low and high
you have been like
a piller of strength
binding us all together.
There's just no doubt
about this fact
you are the world's
most wonderful mother.

(তুমি) ধৈর্য্যসহ সমস্যার
হও যে মুখোমুখি
হাস্যমুখে আমার দুখে
হও যে তুমি দুখী
দুঃখে সুখে যেথায়
তব প্রয়োজন
শক্তিরূপে সবারে তুমি
দাও বন্ধন
সেথায় নাই যে কোন
সন্দেহের অবকাশ
(বিশ্বের) সর্বোত্তম জননীরূপে
তোমার প্রকাশ।

For My Wonderful Mother

You share my failures,
        Success you applaud
Encouraging me
        in things I do
Teaching me
        right and wrong.

আমার ব্যর্থতাকে
        ভাগ করে নাও
(আমার) সফলতা পায় সমর্থন
        সর্বকাজে সাহস জোগাও
(দাও) ভাল মন্দের প্রশিক্ষণ।

॥৬॥

New Year Greetings

This brings a special
Wish for you
When New Year time is near
And extra loving kind of wish
Because you are very dear
May you enjoy the
best of health
May good luck
come your way
And every happiness
be yours
Throughout each comming day.

নতুন বছর কাছে আসে
নিয়ে নতুন আশা
তুমি সবার প্রিয় বলে
জানায় ভালবাসা
অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে
সুখী হও তুমি
সৌভাগ্য ললাট তব
যাক এসে চুমি
প্রতিটি দিন তব
হোক সুখে পূর্ণ
ঈশ্বরের কৃপায় সব
দুঃখ হোক চূর্ণ।

॥৬॥

Freshers' Welcome

To days will melt into
Yesterdays
Yesterdays into day after
As time wanes away and
the talons of reality
scar our dreams
We wish you all luck that
May guide you through
The rough oceans of the
Day.

আজকের স্বপ্নরা গতকালে
মিশে যায়
আগামীরা হয়ে যায় গত
ক্ষয়িষ্ণু সময়ের কঠিন বাস্তব
স্বপ্নে সৃষ্টি করে ক্ষত
এই বিক্ষুব্ধ সময় সমুদ্রের আমরা
যারা হয়ে আছি আজ
দর্শক
প্রার্থনা করি আজ তোমার
সৌভাগ্য যেন
হয় তার পথ প্রদর্শক।

Happy Birthday

Not wealth
Or fame or passions
Do I wish today for you
But happiness,
health and peace of mind
And friends who are
good and true
May these be
the gifts and blessings
That are with you
all life through.

ধন নয়, খ্যাতি নয়, নয় তো আবেগ
প্রার্থনা করি তব তরে
স্বাস্থ্য, শান্তি লয়ে
সুখী হও তুমি
এই শুধু থাক অন্তরে।
উপহার - আশির্বাদ স্বরূপ আজি
তুলিয়া দিলাম তব করে
প্রকৃত বান্ধব আর সুজন যেন
পাশে থাকে চিরকাল ধরে।

Birthday wishes
for a Special Friend

Friends are cherished people
Whom we carry in our
hearts wherever we go
in life. we may spend a
lot of time together.
getting to know each other
and sharing each other's
lives.
then have to move on
to other places...

জীবন ধরে হৃদয় ভরে
লালন করি যাকে
ব্যথা, বেদনা, দুঃখ সুখের
অংশ নিয়ে থাকে
সময়টাকে গল্প কথায়
অতিবাহিত করি
বিশেষ বন্ধু বলে
তারেই গ্রহণ করি।
কর্মক্ষেত্র যবে হাতছানি দেয়
বন্ধুর কাছ থেকে লই যে বিদায়।

For a Special Friend

.... But no matter
Where we go,
We always remember the
special people who
touched our lives,
You are some one who's
always been
there by my side,
and helped me face
all the rough tides, and on
your special day, I just
Want to thank you for
all that you have done,
and
wish you a life time
of happiness.

নাহি তাহে ক্ষতি
আমি যাই না যেথায়
বন্ধু এমনই যারে ভোলা নাহি যায়।
সর্বদা সে যে মোর
থাকে পাশে পাশে
সাহায্য করে প্রতিকূল পরিবেশে
ধন্যবাদ দিই তাই
তোমাকে যে আজ
মোর তরে যাহা কিছু
করিয়াছ কাজ
জীবন ভরিয়া তুমি
হও সুখভোগী
বিধাতার কাছে এই
প্রার্থনা মাগি।

Birthday Greetings

With love and gratitude
Dear Mother
On your birthday.
Mother, I just want to thank
You for you've given me
the wonderful gift of
beautiful childhood memories.

তব জন্মদিনে মাগো
কি দিব তোমায়
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা
ঢেলে দিনু পায়ে।
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার
সুরভিত শৈশবের স্মৃতির সম্ভার
তোমারই তো দান;
তাই কৃতজ্ঞ অন্তর
ধন্যবাদ জানায় মাগো
তোমাকে নিরন্তর।

A mother's love is something
that no one can explain
It is made of deep devotion
and of sacrifice and pain.

মায়ের স্নেহ — এমনই জিনিস
যার হয় নাকো ব্যাখ্যা কোন
সে যে আনন্দ-বেদনা, আত্মত্যাগ
আর অনুরাগের রঙে
রাঙানো।

Mother

Just like a flower
turns towards the Sun
assured that the Sun's
always there
time and again, Mom,
I have turned to you
to be warmed by
the light of your care.

সূর্যমুখী যেমন সূর্যের পানে ফেরে
তার উপস্থিতির নিশ্চিন্ততায়
তেমনি করেই মাগো
আমি তোমাতেই ফিরি
ভালবাসার উত্তপ্ততায়।

||৩||

Happy Anniversary

Your anniversary
is a celebration, of the
day you promised each
other a life time of love,
it's a celebration of the
relation you've built
together with patience
and understanding.
So, on this day of
celebration, you are
wished happiness, Joy
and all dreams come true.

তোমার বিবাহ বার্ষিকীর
প্রতিপালন
স্মৃতির পটে জাগায়
সেই শুভক্ষণ
উদ্বেলিত দুইটি হৃদয়
যেই ক্ষণে
বাঁধা পড়ে পরস্পর
এক নিগূঢ় বন্ধনে
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার
অটল প্রতিজ্ঞায়
সহিষ্ণুতা, সমঝোতার
অবিচ্ছেদ্যতায়।
তাই শুভদিনে
মোদের এই প্রার্থনা
সুখ, আনন্দ, আর
জীবনের যত কামনা
সার্থকরূপে যেন হয়ে প্রকাশিত
দুইটি জীবনকে করে বিকাশিত।

Happy Birthday

May your birthday be
a really perfect one,
And may good fortune
Always smile on you,
Making all your plans
And dearest dreams
come ture.

পরিপূর্ণ হোক আজি
তব জন্মদিন
হাস্যমুখ সৌভাগ্য তোমায়
করুক প্রদক্ষিণ।
ভবিষ্যত কর্মের যত
প্রিয় কল্পনা
স্বপ্নের মাঝে তব
করে আনাগোনা
যেন সার্থক রূপে
করে আত্মপ্রকাশ
তব শুভদিনে আজ
এই মোর আশ।

Congratulation

To - Sucharita   From - Nilanjana

This day is an exciting one –
just think of all
That you have done.
The challenges you've just begun
The things you've hoping for.
Others share your happiness
And proudly wish you nothing less
Than every joy and much
success.

তোমার সমাপিত কাজগুলি
যত চিন্তা করি
উত্তেজনায় এই দিন যায় ভরি।
যে আশার লক্ষ্যে তব
বক্ষ দুরু দুরু
সে সাধনার সবে
করেছ যে শুরু
তব সুখে সুখী
নিয়ে গর্বিত মন
আরও সাফল্য যাচে
যত প্রিয়জন।

On being the 'Topper'

Congratulation to – Sucharita
From - Sujata

You have fought all odds
Worked hard and well
Rising higher and above
Your own expectations.

সুচরিতাকে

— সুজাতা

প্রথম হওয়ার জন্য
"অভিনন্দন"

সকল বিঘ্ন সাথে যুদ্ধ করে
সাফল্যকে বাজী ধরে
কঠোর পরিশ্রমের সাথে
নিষ্ঠার হাত মিলিয়ে হাতে
হয়ে আরও উর্দ্ধগামী
তোমার আশার আকাশ
ছাড়িয়ে আজি
হয়েছ যে সফল তুমি।

Happy Birthday

You are someone to rely on
to lend a helping hand
to make the good times
better and to
care and understand
That's why, this day's
important
to those who hold you dear
because it's a wonderful
chance
to wish you the best in life
not only on your birthday but
all through the year.

ভাল সময়কে আরও ভাল করতে
যত্নে ও সমঝোতায়
হৃদয়কে ভরাতে
তাদের কাছে যে তুমি
বিশেষ একজন
সাহায্যকারীরূপে আস্থাভাজন
তাই তব জন্মদিন
তাদের কাছে
সোনার দামটি নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে
পেয়েছে যে আজ তারা
সুবর্ণ সুযোগ
তোমার জীবনের যত দুর্যোগ
নয়কো শুধু তব জন্মদিনের
সারাটি বছর আর সারাজীবনের
তাদের শুভেচ্ছায়
দূর করে দিতে
আশির্বাদ, ভালবাসা
তোমাকে জানাতে।

Happy Birthday

Birthdays are but gateways
Between old year and new
And as you start another year
May life be good to you
Birthdays are to celebrate
Not only just a special date
But, all those caring people
Who add joy to life
the whole year through.

জন্মদিনটি হচ্ছে যে ভাই
একটি প্রবেশ দ্বার
পুরাতন আর নতুন বছর
এই দুয়ের মধ্যেকার
জীবনপথে একটি বছর
এগিয়ে তুমি গেলে
সুখে ভরুক জীবন তোমার
বিপদ অবহেলে।
জন্মদিন কি পালিত হয়
(শুধুই) বিশেষ দিনটি স্মরে?
মোদের যারা প্রিয়জন
সারাবছর ধরে
স্নেহ ভালবাসায় জীবন
আনন্দে দেয় ভরে
জন্মদিনের পালন যে হয়
তাদের সঙ্গী করে।

||৩||

Rhymes

Twinkle Twinkle little star
How i wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
When the blazing Sun is set
And the grass with dew is wet
then you show your little light
Twinkle twinkle all the night.

ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক ছোট্ট তারা
তোমরা কি? ভেবে আমি দিশাহারা
অনেক উঁচুতে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে
আকাশের সীমানায় গেছ যে হারিয়ে
হীরার কুচির মত জ্বল অবিরত
বিধাতার সৃষ্টি ভেবে আমি বিস্ময়াহত।
দীপ্ত সূর্য যবে হয় অস্তমিত
দূর্বাদলগুলি হয় শিশিরেতে স্নাত
ক্ষুদ্র রশ্মি লয়ে প্রকাশ তখনি
ঝিক্‌মিক ঝিক্‌মিক্ সমস্ত যামিনী।

New Year

To wish you
		a happy new year
	and then to tell you, too
The very best
		of every thing
Is always wished for you.

নববর্ষের শুভকামনা জানাতে
	তোমায় আমি কিছু
		যদি চাই বলতে
তবে আমি আজ শুধু
		এ কথাই বলব
প্রতিটি জিনিষের
		যত কিছু ভাল
তোমার জীবনে এসে
		ভ'রে দিক আলো
সর্বদা তব তরে
		এইটাই চাইব।

||৬||

Happy Birthday

Remembering your birthday
Is an easy thing to do
Because you're warmly thought of
Every day
The whole year through.

তোমার জনম তিথিটি
স্মরণ রাখা যে বড়ই সহজ কাজ
কারণটা তার তোমায় আমি
বলছি শোন আজ।
বৎসরের প্রতিটি দিনে
দিনের প্রতি ক্ষণে
হৃদয় ভরা ভালবাসায়
পড়ে তোমায় মনে।

॥৩॥

শতাব্দীর হাসি

একটা মানুষ
আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন ঘেরা
একটা মানুষ।
আশা — কাকে ঘিরে?
সন্তানকে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে?
ফুঃ, শতাব্দীর হাসি বিদ্রুপের।
আকাঙ্খা — কিসের?
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম?
আবার হাসি শতাব্দীর
ধর্ম, মোক্ষ বাদ
শুধু অর্থ, কাম।
স্বপ্ন -- কাকে নিয়ে?
সংসার, সমাজ, পৃথিবী?
সুন্দর হবে, কলুষমুক্ত হবে,
বাস যোগ্য হবে?
এবার অট্টহাসি শতাব্দীর
হবে --- আরও অসুন্দর,
আরও কলুষিত, বাসের একেবারে অযোগ্য।
কিন্তু — এসব করবে কারা?
কেন মানুষ।
যে মানুষই আবার
স্বপ্ন দেখে, আশা করে
আকাঙ্খাকে রূপ দিতে চায়।
হায় সেলুকাস!
কি বিচিত্র এই
মানুষের মন!

স্মৃতি ভারে

আকাশ কাল করে এল
আকুল করা বৃষ্টি
মন পবনের নাও বলে
আজ একি অনাসৃষ্টি।

মনে চলে যায় কোন সুদূরে
শাসন নাহি মানে
ছোট বেলার দিনগুলি সব
চোখের সামনে আনে।

মনে পড়ে বেলফুলদের
মস্ত মামার বাড়ী
বিকেল বেলা সবাই মিলে
সেথায় হুড়োহুড়ি
'বালিকা বিদ্যালয়ে' হল
বিদ্যাশিক্ষা শুরু
বড়, মেজ আর ছোট দিদিমণি
ছিলেন আমার গুরু।

মনে পড়ে শীতের ভোরে
কোচিং ক্লাসে যাওয়া
(সেথায়) চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে
সবাই মিলে খাওয়া।

যাবার সময় ডেকে নিতাম
বন্ধু 'মিতা' কে
আমাদের বাড়ীর একেবারে
সামনেই সে থাকে।

বৃত্তি পরীক্ষার আমরা
ছাত্রী ছিলাম সবাই
বড় দিদিমণির স্নেহের কথা
ভুলব না তো তাই।